প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১২ ❖৩১ মার্চ - ৬ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পুনরুত্থান সংখ্যা - ২০২৪

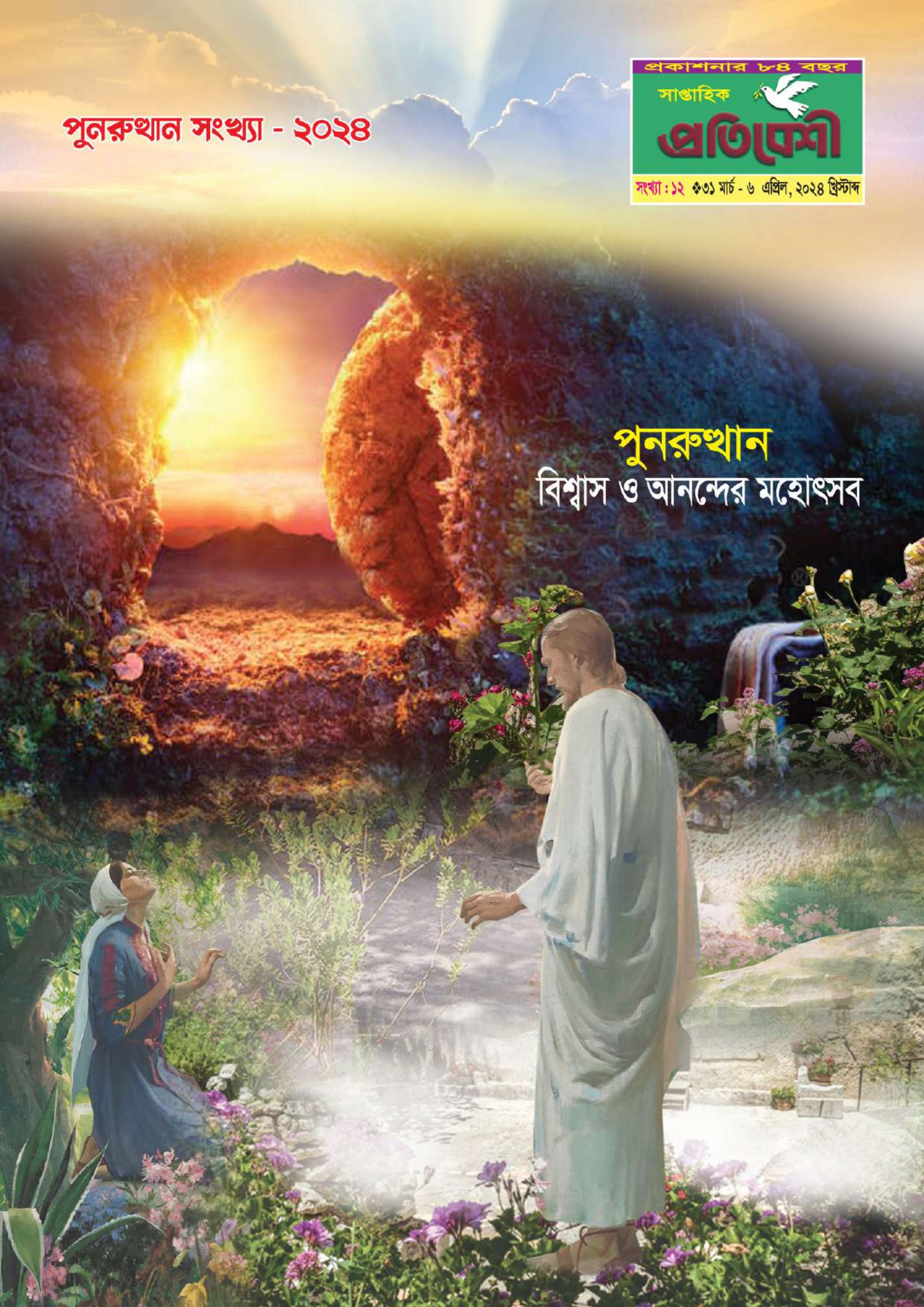

পুনরুত্থান
বিশ্বাস ও আনন্দের মহোৎসব

ঐশধামে যাত্রা

স্বর্গীয়া মার্গারেট পেরেরা
জন্ম: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া

স্বর্গীয় যোসেফ গমেজ
জন্ম: ১৬ মার্চ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া

মা ও বাবা,

তোমরা ছিলে, তোমরা আছ, তোমরা থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে তোমরা হারিয়ে যাওনি আর যাবেও না কোনদিন। তোমাদের শিক্ষা, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমাদের অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন চলার মাঝে। একটি মুহূর্তের জন্য আমরা তোমাদের ভুলিনি, ভুলবো না কোনদিন। তোমাদের স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাদের হারিয়ে আমরা বড় নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছি। তবে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে তোমরা পরম পিতার ভালোবাসার আশ্রয়ে রয়েছ।

দেখতে দেখতে কতটি বছর পার হয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। ইতোমধ্যে কত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তোমাদের সংসারে নতুন নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। নাতি-নাতনিদের দেখে গেলেও তোমরা পুতি ও পুতিনদের দেখে যেতে পারনি। তোমাদের এখন ৫জন পুতিন ও ৪ জন পুতি হয়েছে। তোমাদের আদর, ভালোবাসা থেকে ওরা বঞ্চিত। অন্যদিকে বড়ছেলে খ্রীষ্টফার সমীর ও মেয়ের জামাই মন্টু বেঞ্জামিন তোমাদের মত পরম পিতার আশ্রয়ে স্থান নিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে যোসেফ ও মার্গারেট খুবই সহজ, সরল, বিনয়ী, কষ্ট সহিষ্ণু, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। দু'জনেই সেনা সংঘের সদস্য/সদস্যা ছিলেন। উভয়েই নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও একাধিকবার রোজারী মালা প্রার্থনা এবং পরিবার পরিদর্শন করতেন। যদিও নিজেরা তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, তথাপি সন্তানদের সর্বদাই লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখে যেতেও পেরেছেন। অতি সম্প্রতি তোমাদের মেঝো ছেলে, **ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজকে পোপ ফ্রান্সিস ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছেন।**

স্বর্গধাম থেকে তোমরা আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমাদের দেখানো পথে আমরা সর্বদা চলতে পারি। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমাদের আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

তোমাদেরই আদরের

মেয়ে- মেয়ে জামাই: লিলি-প্রয়াত মন্টু
ছেলে-ছেলে বৌ: প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর-সবিতা, মনোনীত বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, অমল-অনিমা
নাতি-নাতনি: শংকর-নিপা, সাগর-রিবিকা, সজল-বীথি, সুজন-সিলভিয়া, শৈবাল-ফাল্গুনী, বৃষ্টি-মামুন, অনিক, অমিত, অর্ণব
পুতি-পুতিন: সুজানা, সায়ানা, সামারা, সৃজন, শুভ, দূরন্ত, দুর্জয়, আরিয়া, আয়ান

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১২
৩১ মার্চ - ৬ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৭ - ২৩ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পুনরুত্থান : বিশ্বাস ও আনন্দের মহোৎসব

এ জগতে যিশুর আগমন যেমনি একটি ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমী ঘটনা তাঁর পুনরুত্থানও ঠিক তেমনি। যিশুর আগে কেউই পুনরুত্থিত হয়নি। তবে ফরিশীরা আগে থেকেই পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো আর সাদুকীদের কাছে পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। সঙ্গতকারণে যিশুর সময়কার মানুষের মধ্যে পুনরুত্থান নিয়ে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু যিশু তাঁর বাণীপ্রচার কালে পুনরুত্থান বিষয়ে বলেন, আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন, যে আমাকে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পাবেই। তাই যিশুর পুনরুত্থান ঈশ্বরের পরিকল্পনারই একটি অংশ। ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমরা বিশ্বাস করি। তাই পুনরুত্থান ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও তা বিশ্বাসের দৃষ্টিতেই দেখতে হয়।

এ বছর ৩১ মার্চ সারাবিশ্বের খ্রিস্টানগণ গভীর আনন্দ নিয়ে প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে পালন করবে। সারা বিশ্বের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজও যথাযথ মর্যাদায় তাদের বিশ্বাসীয় জীবনের কেন্দ্রীয় উৎসব পালন করবে। আর এই মহান পর্ব পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রচলিত ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তপস্যাকালের ৪০ দিনের বিশেষ প্রার্থনা, দয়া-সেবাকাজ, উপবাস ও কৃচ্ছতার মধ্যদিয়ে। পুনরুত্থানের আনন্দে শরীক হতে হলে একজন খ্রিস্টানকে জীবনের মন্দতা-দুর্বলতা পরিত্যাগ করে পরিবর্তিত মানুষ হয়ে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হবার সকল সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। যারা সে সুযোগ সকল কাজে লাগাবে তারা আর পুরাতন আমিত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে না। তাইতো যিশুর পুনরুত্থান প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীসহ সকল মানুষকে নতুন মানুষ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা যোগায়। যিশুর মৃত্যু জয়ের ঘটনাকে স্মরণ করেই পুনরুত্থান উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে যিশু কবর ছেড়ে উঠে এসে মৃত্যুকে নাশ করেছেন। তাইতো যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন প্রত্যেক বিশ্বাসীকে আহ্বান করে নিজ নিজ বিশ্বাস ও আশা নবায়ন করে আনন্দিত মানুষ হতে। কেননা যিশুর পুনরুত্থান হ'ল ঘৃণার উপর ভালোবাসার আর মৃত্যুর উপর জীবনের বিজয়। পুনরুত্থিত যিশুর প্রতি নিঃশর্ত ও বিশ্বস্ত ভালোবাসা ভক্তকে যেমন অনন্ত জীবন লাভে সহায়তা করবে ঠিক তেমনি প্রতিদিনের সহযোগিতা, সহভাগিতা, ক্ষমা, দয়া, সত্য ও ন্যায্যতা চর্চা ভক্তকে প্রতিদিন পুনরুত্থানের পূর্বস্বাদ দান করবে। পুনরুত্থিত যিশুর সংস্পর্শে এসে ভীত-সন্ত্রস্ত, হতাশ-নিরাশ ও নেতিয়ে পড়া শিষ্যেরা পেয়েছিল আশা, আনন্দ, শান্তি ও কর্মপ্রেরণা। আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা এই বিভীষিকাময় সময়েও প্রতিদিনের জীবনাচরণে, কথাবার্তায় যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দান করে তাঁর গৌরবময় উপস্থিতি অনুভব করি আমাদের জীবনে। যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে পরস্পরের পাশে থেকে আমরা হতাশা-নিরাশা, মন্দতা ও পাপের উপর বিজয়ী হতে পারব। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের বিজয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়।

এই সময়ে যিশুর জন্মস্থান প্যালেস্টাইনে চলছে মৃত্যুর রাজত্ব, যে জেরুশালেমে পুনরুত্থিত যিশু প্রথম দেখা দিয়ে ভগ্নপ্রাণ ব্যক্তিদের আনন্দ ও সাহস সঞ্চার করে বিশ্বাসী করেছিলেন; আজ সেখানে নেই কোন উৎসব, নেই আনন্দ। মৃত্যুঝুঁকিতে থাকা গাজাবাসীর জীবনে পুনরুত্থানের সুবাতাস আসুক। বিশ্বাস ও আশাতে বলীয়ান হয়ে প্রার্থনা করে চলি যাতে করে স্বার্থ ও দ্বন্দ্বের রেষারেষি দূর হয়ে বন্ধ হয় মৃত্যু। অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রচেষ্টায় পুনরুত্থানের মূল্যবোধ শিঘ্রই বিজয়ী হবে এ বিশ্বাস রাখি। একইভাবে মিয়ানমার, ইউক্রেন-রাশিয়া, আফ্রিকার জাতিগোষ্ঠিতে বিবাদরত বিভিন্ন দেশ এবং অস্থির মধ্যপ্রাচ্যেও শান্তি ও আনন্দ আসবে যদি তারা পুনরুত্থানের মূল্যবোধ তথা দয়া, ক্ষমা, সহভাগিতা, সহযোগিতা ও সাহসিকতা চর্চা করা একান্তই দরকার। পুনরুত্থানের মূল্যবোধে চলার চেষ্টা করলেই আমাদের সমাজের অন্যায় ও অশুভ শক্তির আস্ফালন ও পাঁয়তারা কমবে। পুনরুত্থানের বাহ্যিক উৎসব একদিন হলেও যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে প্রতিদিনই পুনরুত্থানের স্বাদ পেতে পারি। তাই যিশুর পুনরুত্থান একটি চলমান অভিজ্ঞতা যা প্রত্যেকের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। আমরা যখন প্রতিদিন ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায় জীবনযাপন করি, ভাল চিন্তা করি, ভাল কিছু করি, আমরা পুনরুত্থানের পথে চলি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষ ও পুনরুত্থান পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আল্লেলুইয়া। †

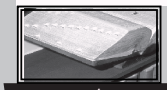

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে,অন্ধকার থাকতেই মাগদালার মারীয়া যিশুর সমাধি গুহায় এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। -যোহন ২০:১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- আর্চবিশপের বাণী - *আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই* ৫
- প্রার্থনা ও পুনরুত্থান - *বিশপ জের্ভাস রোজারিও* ৬
- যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষ্য সমাধি মন্দির - *ফাদার শিপন পিটার রিবেরু* ৭
- খ্রিস্টের পুনরুত্থান মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা - *যোগেন জুলিয়ান বেসরা* ৯
- সমাধি শূন্য: খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থিত - *সিস্টার লিন্ডা এসএমআরএ* ১১
- প্রভু যিশুর পুনরুত্থান: নতুন জীবনের আহ্বান - *ফাদার যোহন মিন্টু রায়* ১২
- নিস্তার উৎসব: মানব জাতির মুক্তির ইতিহাস - *ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু* ১৪
- পুনরুত্থান পর্ব: মহোৎসবের মহোৎসব - *ফাদার দিলীপ এস কস্তা* ১৫
- পারিবারিক জীবনে পুনরুত্থানের আনন্দ - *রুথ পিরিছ* ১৭
- জীবনব্যাপী খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রভাব - *ফাদার নরেন জে বৈদ্য* ১৮
- পৃথিবীর আলো হে খ্রিস্ট প্রভু - *ড.বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা* ২০
- ভালোবাসার পূর্ণতা পুনরুত্থান - *ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি* ২১

খোলা জানালা

- সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলীতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্ব - *রীতা রোজলীন কস্তা* ২৩
- বাংলাদেশে ক্ষুধা সূচক ও খাদ্য নিরাপত্তা - *ড.আলো ডি'রোজারিও* ২৫
- কাথলিক বিবাহ ও বর্তমান বাস্তবতা - *এলয়সিয়াস মিলন খান* ২৭
- কাথলিক চার্চের জ্ঞানের প্রাচুর্য: ভাটিকান লাইব্রেরি - *জয় চার্লস রোজারিও* ২৯

যুব তরঙ্গ

- যুব জীবনে পুনরুত্থান - *ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি* ৩০
- জ্ঞান অন্বেষায় - *প্যাট্রিক সরদার* ৩১

গল্প

- এক মুঠো জোছনা - *খোকন কোড়ায়া* ৩২
- হৃদয়ে প্রিয়জন - *ইনোসেন্ট নির্মল ডি'কস্তা* ৩৩
- আমার পলায়ন - *ডেভিড স্বপন রোজারিও* ৩৫
- জোৎস্নায় ভরা নদী - *ফ্লোরা লতা গমেজ* ৩৮
- চার দেওয়াল - *সাগর কোড়াইয়া* ৪০
- বাম হাত - *প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* ৪১
- সন্দেহেরে আগুনে জ্বলছে নির্ণয় - *সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ* ৪৩
- মুক্তিযুদ্ধে শত স্মৃতি শত কথা-২ - *সুনীল পেরেরা* ৪৫

স্বাস্থ্যকথা

- কর্মীর মানসিক চাপ ও তা মোকাবেলার উপায় - *চয়ন এইচ রিবেরু* ৪৬
- কিডনি রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধে করণীয় ৪৮

স্মৃতিকথা

- বৈচিত্রময় আমেরিকা - *শিউলী রোজলিন পালমা* ৫০
- ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর - *খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন* ৫৩
- ছোটবেলার ইস্টার পার্বণের আনন্দময় স্মৃতি - *জেমস্ আদি গমেজ* ৫৪

কলাম

- কালের সাক্ষী পবিত্র ক্রুশ ক্যাথিড্রাল - *হিউবার্ট অরুন রোজারিও* ৫৫

ছোটদের আসর

- সময় - *বেঞ্জামিন গমেজ* ৫৬
- বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ - *ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ৫৭

পুনরুত্থান পর্বের শুভেচ্ছা

মুক্তিদায়ী খ্রিস্ট ও জগৎ পরিত্রাতার পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ জাতি, ধর্ম-বর্ণ সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে বর্ষিত হোক পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম ও শান্তি, মুক্তির লক্ষ্যে উৎসব হোক মঙ্গলময়। আপনাদের সকলকে জানাই পুণ্যময় পাস্কার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা।

ঘোষণা

পবিত্র পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ৩০ মার্চ - ০১ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। - সম্পাদক

পুনরুত্থান উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

বাংলাদেশ টেলিভিশন

পুনরুত্থান রবিবার (৩১ মার্চ) : "মৃত্যুঞ্জয়"

সময় : রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদের পর (সময় পরিবর্তীত হলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে ফেইসবুক পেইজ ও স্থানীয় পাল-পুরোহিতদের মাধ্যমে)।

গ্রন্থণা : সুনীল পেরেরা

ব্যবস্থাপনায় : বাণীদীপ্তি

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস

পুনরুত্থান রবিবার (৩১ মার্চ) : "মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু"

সময় : সকাল ৭টা (ইন্ডিয়া), সকাল ৭:৩০ মিনিটে (বাংলাদেশ)

গ্রন্থণা ও প্রযোজনা : চন্দনা রোজারিও

পরিবেশনা : তেরেজা রোজারিও

সম্পাদনা : অতনু দাস

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও ইউটিউব চ্যানেলে থাকছে ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: www.facebook.com/weeklypratibeshi

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: ইউটিউব চ্যানেলে
www.youtube.com/@ WeeklyPratibeshi

নিয়মিত ধর্মীয় গান শুনতে ভিজিট করুন:
বাণীদীপ্তি: www.youtube.com/@BanideeptiMedia

ইষ্টার সানডে উপলক্ষে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ এর বাণী

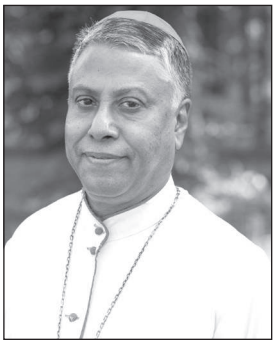

আজ আমরা খ্রিস্টানগণ বিশ্ব মণ্ডলীর সাথে প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান পার্বণ অর্থাৎ ইষ্টার সানডে পালন করছি। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার ২৪ বছর পূর্বে ঈশ্বর তনয় যিশুখ্রিস্ট মানব পরিত্রাণের জন্য এ ধরাতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। ইষ্টার সানডে হলো মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে মৃত্যুকে জয় করে যিশুর পুনরুত্থান অর্থাৎ তিনি জীবিত হয়ে উঠেন। তিনি শিক্ষা দিতেন যাতে আমরা এক ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি এবং প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসি। যিশু তাঁর প্রচার জীবনে অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন: অন্ধকে দিয়েছেন দৃষ্টি, প্রতিবন্ধীকে হাঁটার ক্ষমতা, কালাকে দিয়েছেন শোনার ক্ষমতা, এমনকি মৃতকে দিয়েছেন জীবন।

তিনি বলেছেন, ধর্মের মূল কথা হলো ভালোবাসা, পর-সেবা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও সততা। তাই তো তিনি বলতেন: ধর্মের জন্য মানুষ নয় বরং মানুষের জন্য ধর্ম। মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ধর্ম। যিশুর জনপ্রিয়তা এবং ঈশ্বর ও মানবমুখী নতুন ধরনের শিক্ষা ও নীতিবোধ প্রচারের কারণে ইহুদী ধর্মনেতারা তার বিরোধিতা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত রোমান শাসকের মধ্যদিয়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। মৃত্যুর তিনদিন পরে তিনি কবর থেকে পুনরুত্থিত হন, তিনি জীবিত হয়ে ওঠেন। প্রথম ইষ্টার সানডেতে তাঁর শিষ্যরা সেখানে গিয়ে শূন্য কবর দেখেছিল। পরে যিশু অনেকবার শিষ্যদের কাছে দেখাও দিয়েছিলেন যে, তিনি জীবিত।

যিশু এসেছিলেন জীবন দিতে। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন কারণেই আমরা অন্যের মৃত্যুর কারণ হতে পারি না, অন্যের জীবন কেড়ে নিতে পারি না। আজও আমাদের এই পৃথিবীতে কত সহিংসতা, হিংস্রতা, কত প্রতিহিংসা, হীন স্বার্থ চরিতার্থতা করার জন্য কত অশুভ চেষ্টা, লোভ ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে আজও কত মানুষের জীবন কেড়ে নেয়া হচ্ছে, কত ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা আমাদের জীবনের সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কত শিশু পরিবারের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একই সাথে যুদ্ধের কারণে কত শিশু, নারী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃত্যুবরণ করছে। যিশু এসেছিলেন যাতে আমরা জীবন পেতে পারি এবং তা পেতে পারি পূর্ণভাবে। তিনি অন্যায়ভাবে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন যাতে আর কেউ অন্যায়, অবিচার ও সহিংসতার শিকার না হয়। তিনি আমাদের দণ্ড নিজের কাঁধে নিয়েছেন যাতে আমরা সুখ, শান্তি ও সত্য এবং ন্যায্যতার জন্য জীবন-যাপন করতে পারি।

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের এই শিক্ষা দান করে যে, আমাদের জীবনেও আমরা যেন পুনরায় উত্থিত হই। আমরা যিশুর নামে দীক্ষা গ্রহণ করেছি এবং ঈশ্বরের সন্তানত্ব লাভ করেছি। মন্দতা ও পাপময় জীবন থেকে এখন উঠে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সময়। আমরা আমাদের পাপময় ও পুরাতন জীবন পরিত্যাগ করে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের জীবন, আলো ও সত্যের পথে জীবন-যাপন করি। যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে আরও শিক্ষা দেয় যে, সত্যকে কখনও কবর দিয়ে চাপা দেয়া যায় না, দিলে সত্য আরও শক্তিশালী হয়ে জেগে ওঠে। সত্য, ভালোবাসা ও ন্যায্যতা একদিন জয়ী হবেই, মিথ্যা ও অসত্য চিরতরে পরাভূত হবে। যারা যিশুর কথায় ও কাজে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুসারে জীবন ধারণ করে তারাও যিশুর মত মৃত্যুকে জয় করবে এবং লাভ করবে শাশ্বত জীবন।

ইষ্টার সানডে প্রতিটি খ্রিস্টানের নতুন করে শপথ গ্রহণের দিন, সে সত্য, ন্যায্যতা, ভালোবাসা ও সেবার মধ্যদিয়ে নতুন সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তুলবে। ফলশ্রুতিতে এই পৃথিবীতেই সূচিত হবে সেই কাঙ্খিত স্বর্গরাজ্য যেখানে থাকবে ন্যায্যতা, শান্তি, আনন্দ ও ভ্রাতৃপ্রেম। ইষ্টার সানডেতে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

+ বিজয় এন ডি' ক্রুজ, ওএমআই
আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
প্রেসিডেন্ট, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

প্রার্থনা ও পুনরুত্থান

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পর তাঁর শিষ্যগণ গভীর বিশ্বাস, ভক্তি ও শক্তি নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। যিশুকে যখন সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায় তখন তাঁর শিষ্যরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল *(মথি ২৬:৫৬)*। কিন্তু যখন পুনরুত্থিত যিশু তাঁদের সঙ্গে দেখা দিলেন তখন তারা সাহস ফিরে পেলেন। যিশুখ্রিস্ট তাঁর পুনরুত্থান করার পর, মাগ্দালার মারীয়া ও অন্য মারীয়ার সঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন *(মথি ২৮:৯)*। এম্মাউসের পথে দু'জন ভগ্ন-হৃদয় শিষ্যের কাছে পুনরুত্থিত যিশু দেখা দিয়েছিলেন *(লুক ২৪:১৩...)*। তারপর যিশু সমবেত শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন *(লুক ২৪:৩৬-৪৩)*। এভাবে যিশু যে পুনরুত্থান করেছেন সেই কথা শিষ্যগণ ভালভাবেই নিশ্চিত হয়েছিলেন। ফলে তাদের মধ্যে যে সংশয় বা ভয় ছিল তা কেটে গেছে। তবে এই পর্যন্ত আসতে শিষ্যগণ যিশুর মা মারীয়ার সঙ্গে একত্রে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন আর প্রার্থনারত ছিলেন। তাঁদের সেই কঠিন অবস্থায় তাঁদের অবলম্বন ছিল তাদের প্রার্থনা। সেই বদ্ধঘরে প্রার্থনার সময় যিশু তাঁদের মাঝখানে এসে দেখা দিয়েছিলেন *(মথি ২৮:১৮-২০)*। শুধু তাই নয়, প্রথম খ্রিস্টভক্তদের সকলেই সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করতো।

আমরা অনুমান করে দেখতে পারি মৃত লাজারুসকে যখন যিশু মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত করে তোলেন তার মনের অবস্থা কি ছিল! তারপর লাজারুস কিভাবে প্রার্থনা করেছিল বা কিভাবে তা করতে পারতো? তাঁর কিন্তু প্রার্থনা করার অনেক কিছুই থাকতো, প্রার্থনায় তিনি যা খুশি চাইতেন। তার মনে কোন সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয় কিছুই থাকতো না। প্রথম যুগের খ্রিস্টভক্তদের অবস্থাও ঠিক তাই ছিল কারণ তারা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েছিল। তাদের চোখের সামনেই যিশুর জীবনের শেষ ঘটনাগুলি ঘটেছিল। যিশু শুধু লাজারুসকেই পুনর্জীবন দেননি, তিনি নিজেও পুনরুত্থিত হয়েছেন। তাহলে প্রার্থনার উত্তরে তিনি কি না দিবেন বা করবেন? আমাদের জন্যও কিন্তু ব্যাপারটি একই রকম। আমরা যদিও যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সচক্ষে দেখিনি, কিন্তু যারা দেখেছে, তাদের সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি। তাদের অবিশ্বাস করার আমাদের কোন কারণ নেই। আমরাও তাহলে একই বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে প্রার্থনা করি, কারণ আমরা জানি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হলে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

প্রথম যুগের খ্রিস্টভক্তদের মত আমাদেরও সাহস ও মনোবল নিয়ে প্রার্থনা করতে হবে। প্রথম শতাব্দীর খ্রিস্টভক্তদের উপর নির্যাতন চলতো, তখন তারা প্রার্থনা করতো। প্রেরিতদের কার্যাবলীতে আমরা পাই, "এখন প্রভু, চেয়ে দেখ, কেমন ভয় দেখাচ্ছেন ওঁরা! তোমার সেবকদের তুমি আজ শক্তি দাও যাতে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবেই তোমার বাণী প্রচার করতে পারে। বাড়িয়ে দাও তোমার হাত, তোমার পবিত্র সেবক যিশুর নামে যেন ঘটতে পারে নানা রোগ-নিরাময়, নানা ঐশ নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা।" *(প্রেরিত ৪:২৯-৩০)* আর প্রার্থনার পরে দেখা যেত, "তারা যে জায়গায় সমবেত ছিলেন, তাঁদের প্রার্থনার শেষে সেই জায়গাটি হঠাৎ কেঁপে উঠলো; তারা সকলেই পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তারা নির্ভীকভাবেই পরমেশ্বরের বাণী প্রচার করে চললেন" *(প্রেরিত ৪:৩১)*।

আমাদের প্রার্থনা করতে হবে সাধু পিতরের মত। জপ্পায় যখন তাবিথা নামের এক মহিলা মারা যান, তার মৃতদেহ সেখানে রাখা ছিল, আর তার চতুর্দিকে ছিল "অনেক শুভ্যানুদায়ী ও পরিবারের মানুষ তাকে ঘিরে ছিল। পবিত্র বাইবেলে বলা আছে যে "পিতর সকলকে ঘর থেকে বের করে দিলেন, তারপর তিনি প্রার্থনা করলেন', তারপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং প্রার্থনা করলেন আর মেয়েটিকে বল্লেন, "তালিথা" অর্থাৎ ওঠ। তারপর সে চোখ খুলল এবং সেখানে পিতরকে দেখে তিনি উঠে বসলেন। পিতর তার হাত ধরে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি বিশ্বাসীদের সামনে বিধবাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন" *(প্রেরিত ৯:৪০-৪১)*।

আমাদের প্রার্থনা করতে হবে সাধু পলের মত শক্তি নিয়ে। এফেসাসে ও তার আশেপাশে বাণী প্রচার করার সময় পল প্রার্থনা করেছেন, "প্রভু যিশুর প্রতি তোমাদের যে কত গভীর বিশ্বাস এবং সকল ভক্তের প্রতি তোমাদের যে কত গভীর ভালোবাসা, সে কথা আমি শুনেছি। তাই আমি নিয়তই তোমাদের জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আর প্রার্থনার সময়ে তোমাদের কথা সর্বদা মনেও রাখি। আমি প্রার্থনা জানাই, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বর সেই মহিমময় পিতা, যেন তোমাদের দান করেন এমন এক প্রজ্ঞার আত্মিক শক্তি - রহস্যাবৃত সত্যকে উপলব্ধি করার এমনই এক আত্মিক শক্তি, তোমরা যাতে তাঁকে সত্যই চিনে নিতে পারো। তিনি তোমাদের মনশ্চক্ষু আলোর স্পর্শে উন্মুক্ত করুন, তোমরা যেন বুঝতে পার, তাঁর আহ্বানের মধ্যে তোমাদের জন্য কোন্ আশার বাণী লুকিয়ে আছে, ভক্তদের জন্য তিনি চিরসম্পদ-রূপে কী ঐশ্বর্যময় মহিমাই না সঞ্চিত রেখেছেন এবং আমরা যারা বিশ্বাসী, তাদের মঙ্গল সাধনে কতই না আসীম তাঁর কর্মশক্তির মাহাত্ম্য! তাঁর সেই একই প্রবল কর্মশক্তিকেই তিনি তো সক্রিয় ক'রে তুলেছেন খ্রিস্টের মধ্যে, যখন তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন এবং স্বর্গধামে নিজের ডান পাশেই তাঁকে বসিয়েছেন। খ্রিস্টকে তিনি অধিষ্ঠিত করেছেন সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, শক্তি ও প্রভুত্বের বহু উর্ধ্বে - শুধু ইহলোকে নয়, পরলোকেও স্মরণীয় সমস্ত নামের উর্ধ্বে। সমস্ত কিছুই তিনি রেখেছেন তাঁর পদতলে এবং তাঁকে সমস্ত-কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি তাঁকে করে তুলেছেন মণ্ডলীর মস্তক-স্বরূপ। মণ্ডলী সেই খ্রিস্টেরই দেহ, সেই খ্রিস্টেরই পরিপূর্ণতা, যিনি নিখিলের সমস্ত-কিছুই সুসম্পূর্ণ ক'রে তোলেন" *(এফেসীয় ১:১৫-২৩)*।

আমরা যাকোবের মত উদারভাবে প্রার্থনা করব। যিশুর পুনরুত্থানের আলোকে প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রেরিত শিষ্য যাকোব মনে করতেন যে প্রার্থনায় আমরা সব কিছুই তুলে আনতে পারি। তিনি লিখেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি কষ্টে আছে? সে প্রার্থনা করুক! কেউ কি সুখে আছে? সে স্তুতিগান করুক! কেউ কি অসুস্থ রয়েছে? সে তাহলে মণ্ডলীর প্রবীণদের ডেকে আনুক; তাঁরা প্রভুর নামে তাকে তৈললেপন করে তার জন্য প্রার্থনা করুক। বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত এই প্রার্থনা রোগীকে নিশ্চয়ই রক্ষা করবে; প্রভু তাকে আবার সুস্থ করে তুলবেন; আর সে যদি পাপ করে থাকে, তাকে ক্ষমাও করা হবে। তাই তোমরা পরস্পরের কাছে তোমাদের পাপ স্বীকার কর এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর, যাতে তোমরা সমস্ত রুগ্নতার হাত থেকে

মুক্তি পাও। ধার্মিকের প্রার্থনা মহাশক্তিতে ক্রিয়াশীল" *(যাকোব ৫:১৩-১৬)*।

যিশুর "প্রিয় শিষ্য" যোহন যেভাবে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা সেইভাবে প্রার্থনা করব। তিনি তাঁর পত্রে লিখেছেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়ে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, যদি আমরা তাঁর ইচ্ছানুসারে কোন কিছু যাচ্না করি, তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। আর আমরা যদি জানি যে আমরা যা-কিছু প্রার্থনা করি তিনি তা শোনেন - তাহলে আমরা জানি যে আমরা যা প্রার্থনা করি তা আমরা পেয়েছি *(৩ যোহন ২)*।

প্রেরিত শিষ্য যুদের শিক্ষানুসারে বিজয়ীর মত করে আমরা প্রার্থনা করব। তিনি লিখেছেন, "যিনি স্খলনের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন, অনিন্দনীয় ক'রে তোমাদের যিনি পরম আনন্দের মধ্যে নিজের মহিমময় সান্নিধ্য নিয়ে আসতে পারেন, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের ত্রাণকর্মে আমাদের পরিত্রাতা যিনি, সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহিমা, মাহাত্ম্য, পরাক্রম ও মহাক্ষমতার কথা চিরকীর্তিত হোক সর্বকালের আগে থেকে, আজও পর্যন্ত, কালে কালান্তরে! আহা, তাই হোক" *(যুদ ২৪-২৫)*।

প্রথম খ্রিস্টভক্তগণ এইভাবে প্রার্থনা করতেন কারণ তাঁরা যিশুর পুনরুত্থান ঘটনার কথা সব সময় তাঁদের মনে রাখতেন। সত্যি বলতে কি, যদি যিশু পুনরুত্থান না করতেন তাহ'লে যিশুকে মানুষ এমনভাবে বিশ্বাস বা অনুসরণ করতেন না। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যিশুখ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন, এই জন্যই আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করি। আমরা জানি যিশুর মধ্যদিয়ে প্রার্থনা করে আমরা কখনোই নিরাশ হব না।

আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দটি আমাদের জন্য হবে খ্রিস্টজুবিলী বা জয়ন্তীর বছর। সেই জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বর্তমান উপাসনা বর্ষকে খ্রিস্টজয়ন্তী বা জুবিলী পালনের প্রস্তুতির জন্য "প্রার্থনা-বর্ষ" হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আগামী বছরটি হবে খ্রিস্টজয়ন্তীর বছর - তার প্রস্তুতির জন্য এই বছরটি আমরা মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করব ঠিক প্রেরিত শিষ্যগণ ও প্রথম খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যে বিশ্বাস নিয়ে ও যে-ভাবে প্রার্থনা করতেন ঠিক সে-ভাবেই। আর আমরা জানি যে আমরা নিরাশ হবো না। কারণ আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি "যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান"॥ ❑

লেখক: বিশপ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ
লেখক, অনুবাদক এবং বিশিষ্ট গীতিকার

যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষ্য সমাধি মহামন্দির

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

জেরুশালেমে অবস্থিত সমাধি মহামন্দির (Sepulcher basilica) খ্রিস্টবিশ্বাসী তথা সকল ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক স্থান। যারা পুণ্যভূমিতে তীর্থ করতে বা বেড়াতে যান তারা প্রায় সবাই এই স্থানটি পরিদর্শন করেন। পুরাতন জেরুশালেমের দেয়ালের ধারে এই মহামন্দিরটি অবস্থিত। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, বর্তমানে যে দেয়াল দিয়ে প্রাচীন জেরুশালেমকে ঘিরে রাখা আছে, তা যিশুর সময়ে ছিল না। এটি ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমান সম্রাট সোলাইমান কর্তৃক নির্মিত হয় এবং যিশুর সমাধি মহামন্দিরটি দেয়ালের ভিতরে আনা হয়। তার মানে হচ্ছে যিশুকে জেরুশালেম শহরের বাইরে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করা হয় এবং সমাধি দেখা হয়, "বহু ইহুদী ওই দোষনামাটা পড়ল, যেহেতু যেখানে যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, স্থানটি ছিল শহরের কাছাকাছি" *(যোহন ১৯:২০.৪১)*। উল্লেখ্য যে, এই মহামন্দিরটির ভিতরে যিশুর জীবনে অন্তিম সময়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্থান সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে।

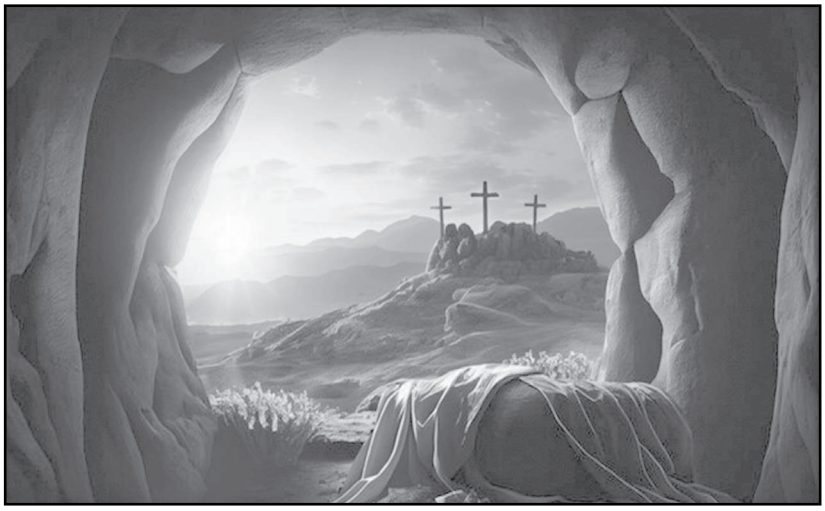

১. সমাধি গির্জায় প্রবেশের পর প্রথম যে অংশটি পড়ে তা হলো খুলিতলা বা গলগথা নামক স্থানটি। এটি অন্য স্থান থেকে একটু উঁচু যেখানে যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, "খুলিতলা বলে অভিহিত স্থানে এসে পৌছে তারা সেখানে তাঁকে ও সেই দু'জন অপকর্মাকেও ক্রুশে দিল" *(লুক ২৩:৩৩)*। সমাধি মহামন্দিরের ভিতরে অবস্থিত গলগথায় বর্তমানে দুটি ছোট চ্যাপল রয়েছে যা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। চ্যাপেলের ঠিক পাশেই একটি গর্তের মতো জায়গা কাঁচ দিয়ে বেড়া দেয়া আছে। এই ঘেরাও করা জায়গাটিই হচ্ছে যিশুর ক্রুশটি গেঁথে দেবার স্থান যা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় নিশ্চিত করা হয়েছে। অনেক তীর্থযাত্রী সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করে তাদের বিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ করছে।

২. প্রাক্তনসন্ধিতে মৃতদেহের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সুগন্ধি মেখে বা এক ধরনের ক্ষয়-নিধারক দ্রব্য মেখে যথাযথভাবে শোক পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হতো, "যোসেফ একশ' দশ বছর বয়সে মরলেন; তার দেহে ক্ষয়-নিধারক দ্রব্য দেওয়া হল, এবং তাঁকে মিশরে এক শবাধারের মধ্যে রাখা হল" *(আদি ৫০:২৬)*। মনে করা হয়, সময় পরিক্রমায় এই রীতি পরবর্তীতে বিশেষভাবে, নতুন নিয়মের সময়ে (New Testament period) সুগন্ধি ও অন্যান্য কিছু রীতি যোগ হয়। তারই প্রতিফলন ঘটে যিশুর মৃত্যুর পর। যোহন তার মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ করেন, "তিনি (নিকোদিম) প্রায় তেত্রিশ কিলো গন্ধনির্যাস-মেশানো ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে তা জড়িয়ে নিলেন" *(যোহন ১৯:৩৯)*।

সমাধি মহামন্দিরের ভিতরে গলগথার ঠিক নিচেই দেখা যায় একটি বড় মসৃণ পাথর। ঐতিহ্যগত ভাবে বলা হয়, এটাই হচ্ছে সেই পাথর যেখানে যিশুর দেহ রেখে ইহুদীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রীতি অনুসারে তা সমাধিস্থ করার পূর্বে তেল লেপন ও ক্ষোমবস্ত্র জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। অনেক তীর্থযাত্রী জলপাই তেল নিয়ে সমাধি মহামন্দিরের এই পাথরে স্পর্শ ক'রে নিয়ে যান এবং বিশ্বাসের সাথে তা ব্যবহার করেন।

৩. তেল দ্বারা যিশুর দেহ-লেপনের পাথর থেকে অল্প দূরেই রয়েছে একটি সমাধি। শ্বেতপাথরে বাঁধাই করা এই সমাধিটিই হলো যিশুর কবর, "পাথরের গায়ে কাটা একটা সমাধি গুহার মধ্যে (যিশুর দেহ) রাখলেন" *(মার্ক ১৫:৪৬)*। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানে বেশ কিছু কবর এই স্থানের পাশেই পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, যাদেরকে রোমানরা ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করতেন, তাদেরকে এই স্থানেই কবরস্থ করতেন এবং অন্যদেরও কবর এখানে ছিল, "যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ছিল একটি বাগান, আর বাগানের মধ্যে একটি নতুন সমাধি গৃহ যেখানে আগে কারও সমাধি দেওয়া হয়নি ... তারা তাকে সেইখানে শুইয়ে রাখলেন" *(যোহন ১৯:৪১-৪২)*। তার মানে সেখানে শুধুমাত্র যিশুর কবরই নয় বরং আরো অনেকের কবর ছিল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যিশুর কবরের পিছনে সংরক্ষিত কবরস্থান যা যিশুর সময়কার তাতে প্রবেশ করার।

৪. সমাধি মন্দিরের সর্বশেষ চিহ্নিত নিদর্শনটি হলো মাগদালার মারীয়ার সাথে পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষাতের স্থান। এটি যিশুর কবরের ঠিকপাশেই অবস্থিত, "এ কথা বলতে বলতে তিনি পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখতে পেলেন, যিশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু মারীয়া জানতেন না যে, উনিই যিশু" *(যোহন ২০:১৪)*। এখানে একটি চ্যাপল রয়েছে যা ক্যাথলিক খ্রিস্টানগণ সাধারণত ব্যবহার করেন। আমি যখন সেখানে গেলাম একটি বিষয় লক্ষ্য করে আমি বেশ অবাক হলাম। সমাধি মহামন্দিরের ভিতরে অন্য তিনটি স্থান থেকে এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হলো। গলগথা, তেল-লেপনের পাথর এবং যিশুর কবরকে ছাপিয়ে বিশেষ একটি স্থান দখল করে আছে। এটা যেন অন্যন্য মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বার্তা ঘোষণা করে চলছে। পবিত্র মঙ্গলসমাচারের চারজন লেখক, বিশেষভাবে সাধু যোহন মাগদালার মারীয়ার সাথে পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষাতের ঘটনা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিত ভাবে তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন। পবিত্র বাইবেলে যখন কোন বিশেষ বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়, তার মানে হচ্ছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রীতি উপরোক্ত সাক্ষাতের ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার মনে হয়, যেহেতু মঙ্গলসমাচার লেখকগণ তাদের লেখনীতে এই ঘটনাকে অনেক জায়গা (space) দিয়েছেন, একইভাবে যিশুর পুনরুত্থান ও মাগদালার সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের গুরুত্বকে বুঝানোর জন্য সম্ভবত সমাধি মহামন্দিরের ভিতরে এই স্থানটি অন্য তিনটি স্থান থেকে আয়তনে একটু বেশি রেখেছেন।

যিশুর পুনরুত্থানই হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। যিশুর জীবন যদি যাতনাভোগ, ক্রুশবিদ্ধ ও মৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে হয়তো খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব এ জগতে হতো না। যিশুখ্রিস্ট যে শাশ্বত বাণী প্রচার করে গেছেন, যে সুন্দর জীবন আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তা শুধুমাত্র জগতের ইতিহাসের পাতায় হয়তো ক্ষুদ্র একটি স্থান দখল করে থাকতো। আদর্শবান পুরুষ হিসাবেই জগত হয়তো তাকে স্মরণ করতো। তার বাণী ও আদর্শ প্রচারের জন্য জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, শহর-বন্দরে, দেশে-বিদেশে কেউ ছুটে যেত না। এই প্রসঙ্গে সাধু পল বলেন, "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। ... আমরা যদি কেবল এ জীবনেই খ্রিস্ট প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা" *(১ করি ১৫:১৪,১৯)*। এমনকি, প্রেরিতশিষ্যগণ পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষাৎ পেয়েও পুরোপুরি তাঁর আস্থা রাখতে পারেননি *(দ্র. যোহন২০:১৯-২৯)*, যার কারণে শিষ্যদের মধ্যে হতাশা-নিরাশায় ভাব দেখা যায়, "সিমোন পিতর তাঁদের বললেন, 'আমি মাছ ধরতে যাব'। তারা তাঁকে বললেন, 'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব'। তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও নৌকায় উঠলেন" *(যোহন ২১:৩)*। যে শিষ্যগণ যিশুর সাথে থেকেছেন, তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁর বাণী শ্রবণ করেছেন, আর তাঁর মৃত্যু হতে না হতেই তারা যেন সব ভুলে তাদের পুরানো পেশায় ফিরে গেলেন।

একটি প্রশ্ন হয়তো আমাদের মনে জাগতে পারে, কেন চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্থান একটি মহামন্দিরের ছাদের রাখলেন? ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নটির উত্তর হবে যেহেতু যিশুর জীবনের শেষ সময়ের ঘটনাগুলো পাশাপাশি স্থানে সংগঠিত হয়েছে, তাই আলাদা আলাদা স্থাপনা না করে একসাথে করা হয়েছে। তবে, বিশ্বাস ও ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে এই স্থানগুলোকে একসাথে রাখার কারণ খুবই গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। খ্রিস্টবিশ্বাসের প্রধান দু'টি বিষয়-"যিশুর মৃত্যু" ও "তাঁর পুনরুত্থান" অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কল্পনা করা যায় না। মৃত্যু না হলে যিশু পুনরুত্থিত হতো না। সাধু পলও এই দুটি বিষয়কে একসাথে স্বীকারের মধ্যদিয়ে মুক্তি লাভের কথা বলেন, "মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে" *(রোমীয় ১০:৯)*। সুতরাং, যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান যে খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তি এবং খ্রিস্টবিশ্বাস চর্চার সকল প্রেরণা এখান থেকেই উৎসরিত, মূলত তা দেখানোর জন্যই যিশুর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে এক ছাদের নিচে (সমাধি মহামন্দিরে) সাংকেতিক অর্থে রাখা হয়।

বর্তমান পাঠক বা বিশ্বাসীদের জন্য এই মহামন্দিরটি কি বার্তা বহন করছে? অবশ্যই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই দুটিকে একসাথে ধারণ ক'রেই খ্রিস্টভক্তদের পথ চলা। এই ধারার চিন্তা থেকে যদি একটু অন্যধারায় যাই তাহলে দেখবো যে এটা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের কথা বলে। মানব জীবন হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার এক জটিল সংমিশ্রণ। আমাদের জীবনে যেমন রয়েছে দুঃখ-কষ্ট, আবার রয়েছে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে অনুভব করা যায় না। এরা যেন একটি মুদ্রার এপিট-ওপিট। মানব জীবনের এই দুটি অবস্থাকে গ্রহণ করে ও সাথে নিয়ে আমাদের সামনের দিকে পথ চলতে হয়। এক্ষেত্রে সমাধি মহামন্দিরটি আমাদের সামনে একটি অন্যন্য নিদর্শন যেখানে চরম দুঃখ যন্ত্রণা ও পরম গৌরব এক সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে। এটা হতে পারে আমাদের জীবনের জন্য নতুন প্রেরণা ও সাহসের উৎস॥ ❑

লেখক: শিক্ষক, বনানী উচ্চ সেমিনারী
সহকারী পুরোহিত, শুলপুর ধর্মপল্লী

খ্রিস্টের পুনরুত্থান মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান বা পাস্কাপর্ব খ্রিস্টানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। মারা যাওয়ার পর যিশুর বেঁচে ওঠা বিশ্বব্যাপি খ্রিস্টানদের জন্য আশা ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। কারণ এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, খ্রিস্ট সত্যিই ঈশ্বর; তিনিই পিতা পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র যিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং নিজ ক্ষমতাবলে আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি এখন বেঁচে আছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টমণ্ডলীর মাধ্যমে পাপ থেকে মানুষের মুক্তির প্রক্রিয়া চলমান রেখেছেন। আর যিশুর এই পুনরুত্থান তাঁর মণ্ডলীকে গভীর ও শক্ত শেকড় দান করেছে, যা কখনো কোন দুর্যোগেই এর পতন হবে না।

খ্রিস্টের পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক প্রমাণ

খ্রিস্টধর্মের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বিশ্বাস হচ্ছে মৃতদের মধ্য থেকে যিশুর পুনরুত্থান। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে, প্রভু যিশু পুনরুত্থানের পর প্রেরিতশিষ্যসহ বহু মানুষকে দেখা দিয়েছিলেন। চারটি মঙ্গলসমাচারের লেখকই, অর্থাৎ সাধু মথি, মার্ক, লুক ও যোহন যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া এবং তিনদিন পর বেঁচে ওঠার কথা বর্ণনা করেছেন। এগুলি সবই যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া যিশু নিজেই বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না- কোন কালেই না।" (*যোহন ১:২৫-২৬*)। যিশু তাঁর জীবনকালে অনেকবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন। কারণ ঈশ্বর হিসাবে তাঁর জীবনে কী কী ঘটবে তা তিনি সবই জানতেন এবং পরবর্তিতে সবই তা বাস্তবে ঘটেছিল। এছাড়া পুরাতন নিয়মে অনেক প্রবক্তাগণ, যেমন- যিশাইয়, যেরমিয়, জাকারিয়া, হোসিয়া প্রমুখ প্রবক্তাগণ যিশুর জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

যিশুর পুনরুত্থানের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো 'শূন্য কবর'। অর্থাৎ যে কবরে যিশুর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল, তাতে কেউ ছিল না। যিশু মারা যাওয়ার তৃতীয় দিবসের খুব ভোরে মারীয়া মাগ্দালীনাসহ যারা কবরে গিয়েছিলেন, তারা সেখানে যিশুকে পাননি। খ্রিস্টের শিষ্যেরা যিশুর পুনরুত্থানের প্রমাণ পেয়ে তা জোরেসোরে প্রচার করতে থাকেন এবং এভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, কিন্তু ইহুদী কর্তৃপক্ষ বা নেতারা তা খণ্ডন করার কোন পথ খুঁজে পায়নি। তারা এটাও বলতে পারেনি যে, যিশুর দেহটি তাঁর শিষ্যেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, কারণ কবরটি খুবই সুরক্ষিত ছিল এবং কবরের পাহারায় তাদের সৈন্যরাই নিযুক্ত ছিল। তবে যিশুর পুনরুত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও এতে এমন এক বিশ্বাসের রহস্য রয়েছে যা ইতিহাসকে অতিক্রম করে যায় এবং সকল যুগের খ্রিস্টের অনুসারীদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়ে এক স্থায়ী চিহ্ন এঁকে যায়। যিশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা খুব ভয় পেয়েছিলেন এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন পুনরুত্থিত যিশু বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে দেখা দিলেন, তখন তাঁরা অভূতপূর্ব বিশ্বাস ও সাহস পেলেন যার মাধ্যমে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করতে বেরিয়ে যান, আর কখনো ভয় পাননি। যিশু যদি সত্যিই বেঁচে না ওঠতেন, তবে তাঁরা এত সাহস কখনো পেতেন না। প্রেরিত পৌলের সাক্ষ্য এবং তাঁর জীবনের পরিবর্তন, শুধুমাত্র খ্রিস্টের পুনরুত্থানের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

পাস্কা দেহ ও আত্মার রূপান্তরের মহাপর্ব

আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিই হলো যিশুর পুনরুত্থান। এটি যিশুর সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক কাজ এবং এটি প্রমাণ করে যে, যিশুই ঈশ্বর। যিশুর স্বর্গারোহণের পর তাঁর প্রথম শিষ্যদের প্রচারের কেন্দ্রীয় বিষয়ই ছিল যিশুর পুনরুত্থান। সাধু পৌল যেমন বলেন-"খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণী প্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন" (*১ করি ১৫:১৪*)। মৃতদের মধ্য থেকে যিশুর এই বেঁচে ওঠা-ই আমাদের পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা দেয়। যিশুর পুনরুত্থান উৎসব বা পাস্কাপর্ব এমন একটি উৎসব যা আমাদের এই দুঃখ-কষ্টের জগতে আশার আলো হিসাবে উপস্থিত হয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জীবনের মূল্য আছে, কারণ যিশু তাঁর অমূল্য রক্ত দিয়ে আমার জীবনটা কিনে নিয়েছেন। এটি আমাদের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি এবং মানসিক উদ্বেগ ও ভয় থেকে মুক্তি দেয়। প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থানে আমাদের দেহ ও আত্মার এক অবিনশ্বর রূপান্তর ঘটে। সাধু পৌল এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। "ওই যে দেহ, যা মাটিতে পুতে রাখা হয়, তা নশ্বর; যা পুনরুত্থিত হয়, তা অবিনশ্বর; যা পুতে রাখা হয়, তা হেয়; যা পুনরুত্থিত হয়, তা গৌরবময়; যা পুতে রাখা হয়, তা দুর্বল; যা পুনরুত্থিত হয়, তা শক্তিশালী; যা পুতে রাখা হয়, তা জৈব একটা দেহ; যা পুনরুত্থিত হয়, তা আধ্যাত্মিক একটা দেহ। জৈব দেহ বলে যদি কোন কিছু থাকে, তবে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক দেহ বলেও কোন কিছু আছে।" (*১ করি ১৫:৪২-৪৪*)। তাই তো আমাদের সর্বদা যিশুর প্রদর্শিত পথে মহানন্দে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস-আস্থা রেখে নির্ভয়ে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দেয়া আমাদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে; কারণ একমাত্র বিশ্বাসের সাহায্যেই আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মুখোমুখি হতে পারি এবং তাঁর শক্তি ও মহিমা অনুভব করতে পারি।

যিশুর পুনরুত্থান মৃত্যুকে জয় করার তাঁর ক্ষমতা এবং অন্ধকারের উপর জীবনের বিজয় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে পুনরুত্থান বা পাস্কাপর্বের শিক্ষা একদিন বা এক সপ্তাহের জন্য নয়, বরং এটি আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাপনের একটি পথনির্দেশ করে। আমরা যদি খ্রিস্টের শিক্ষাগুলো মেনে চলতে পারি, যেমন- একে অপরকে ভালোবাসা, অন্যকে ক্ষমা করা, জীবনাচার দিয়ে সুসমাচার প্রচার করা, বিশ্বাস-আশা-ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরা ইত্যাদি তবে আমরা এ জগতে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারি, যা যিশু আমাদের কাছে চান।

পাস্কাপর্ব খ্রিস্টের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করে

কোন শক্তি যিশুকে বেঁচে উঠতে ও কবর থেকে বের হতে বাঁধা দিতে পারেনি। এমনকি বিশাল পাথর ও রোমান সৈন্যরাও তাঁর পুনরুত্থান ঠেকাতে পারেনি। যিশুর রক্ত তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের কর্তৃত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। কেউ যদি

যিশুর কর্তৃত্বাধীন না থাকে বা যিশুকে তার জীবন সমর্পণ করেনি, সে কিন্তু পাস্কাপর্বের আনন্দে অংশ নেওয়ার দাবি করতে পারে না। আমাদের পাপের কারণে যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু এবং তৃতীয় দিবসে মৃত্যুকে জয় করার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সন্তান হওয়ার অধিকার আমাদের দিয়েছেন। ঈশ্বর একজন পুনরুত্থিত ত্রাণকর্তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার মধ্যদিয়ে তাঁর স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। বিশ্বাসের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রভু যিশু আমাদেরকে সুসমাচার প্রচার করার, বাপ্তিস্ম দেওয়ার, মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসার দায়িত্ব এবং অলৌকিক কাজ করার শক্তি আমাদের দিয়েছেন। বিশ্বস্তভাবে এ দায়িত্ব পালন করা আমাদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে। সাধু পৌল যেমন বলেন, "যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন তাঁর আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তবে যিনি খ্রিস্টযিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন তিনি তাঁর আত্মার মাধ্যমে তোমাদের মরণশীল দেহকেও জীবন দেবেন যিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন" (*রোমীয় ৮:১১*)। সেসময় যিশুর অনুসারীরা যিশুর ক্রুশবিদ্ধের যে বিপর্যয় অবস্থা দেখেছিল, যিশুর পুনরুত্থান তা থেকে মুক্ত করেছে। প্রভু যিশু নিজের পরিচয় সম্পর্কে যে দাবিগুলো করেছিলেন, তাঁর পুনরুত্থান তা যাচাই করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই খ্রিস্টধর্মের উৎস এই সত্যের উপর নির্ভর করে যে, যিশুখ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। অতএব, আমরা তো সেই সত্যের উত্তরাধিকার হিসাবে আমাদেরকে সগর্বে তুলে ধরতে পারি।

সাধারণ খ্রিস্টভক্তের জীবন-বাস্তবতায় পাস্কাপর্বের প্রভাব

আমাদের দেশের বাস্তবতায় সাধারণ খ্রিস্টভক্ত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা সারা দেশে বিশেষভাবে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খ্রিস্টের অনুসারী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা ও কৃষ্টিগত ভিন্নতাসহ পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের মানুষদেরকে বুঝায়। এদের মধ্যে প্রায় সকলেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল; ভূমিহীন, দিনমজুর, বা দৈহিক পরিশ্রমের কোন পেশার সাথে যুক্ত এবং আর্থিক টানাটানির মধ্যে নিজ নিজ পরিবারকে পরিচালনা করে থাকে। যারা সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ তো দূরের কথা, খাদ্য ও বস্ত্রের মত অত্যন্ত প্রাথমিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেই হিমসিম খায়; পরিবারের প্রতিদিনের খাদ্যের যোগান দিতেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। মোট কথা তাদের জীবনটাই অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশে ধাবিত হয়। এই যখন অবস্থা তখন তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন অনেকটাই ফ্যাকাশে চেহারায় আবির্ভূত হয়। তারা যেমন দৈহিকভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে তেমনি তারা আত্মিকভাবেও পুষ্টিহীনতায় ভোগে; কারণ প্রায় সারা বছরই তারা রবিবাসরীয় উপাসনা বা খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে না, বা কাজ/চাকুরীর জন্য করতে পারে না। তবে তাদের জীবনেও মণ্ডলীর পঞ্জিকায় নির্ধারিত বড় বড় পার্বণ বা উৎসবে সাড়া ফেলে। পাস্কাপর্বও তেমনি একটি অন্যতম বড় এবং শ্রেষ্ঠ পার্বণ বা উৎসব যেখানে অন্ততঃ খ্রিস্টযাগ বা উপাসনাসহ আত্মিক অনুষ্ঠানগুলোতে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এইসব খ্রিস্টভক্তরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে বাহ্যিকভাবে, যেমন- ঘরবাড়ী সাজানো, ভাল খাওয়া-দাওয়া, আত্মীয়-স্বজনকে আপ্যায়ন ইত্যাদি তারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থা করতে পারে না। প্রভু যিশুর দেখানো ও শেখানো আদি মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে যিশুর শিক্ষাসম্বলিত খ্রিস্টসমাজ গঠন করার ক্ষেত্রে মণ্ডলীর আরো জোরালো কার্যক্রম হাতে নেয়া একান্ত দরকার।

তবে কোন অজুহাতেই খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা একান্তই বোকামী বা অজ্ঞতার প্রকাশ বলে মনে করি। ঈশ্বর মানুষকে এমন স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, গোটা পৃথিবীতেই আর্থ-সামাজিকভাবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাই বেশি, এটাই বাস্তবতা। ঈশ্বর কিন্তু দৈহিক ও আত্মিকভাবে গোটা মানুষের মুক্তিই চান। প্রভু যিশুও বলেছেন- দরিদ্রদের তুলনায় ধনীদের পক্ষে ঐশরাজ্যে প্রবেশ করা খুব কঠিন। তিনি সর্বদা দরিদ্র, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষের পক্ষেই কথা বলেছেন, তাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এ জগতে দৃশ্যমান মণ্ডলীর সর্বোচ্চ গুরু পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসও বার বার জোর দিয়ে বলছেন যে, প্রভু যিশুর শিক্ষার দ্বারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে হলে দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে মণ্ডলীর সামনের কাতারে নিয়ে আসতে হবে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষদেরকে ঈশ্বরের অসীম দয়া ও ভালোবাসা সম্পর্কে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস ও আশা নিয়ে আসতে হবে যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেই তাদের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তি সম্ভব হতে পারে। দরিদ্র মানুষদেরও উপলব্ধি করতে হবে যে, দরিদ্র হওয়াতে তাদের কোন দোষ নেই; বরং যেকোন পরিস্থিতিতেই মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারে এবং প্রভু যিশুর নির্দেশিত পথে জীবন-যাপন করতে পারে।

ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও করণীয়

মানুষের পাপের কারণে ক্রুশে যিশু আত্মবলিদান দিলেন যাতে আমরা চিরন্তন মুক্তি পেতে পারি। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু আমাদেরকে ক্ষমা করতে শেখায়। ক্ষমা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা আমাদের পারস্পরিক অসুস্থ সম্পর্ক নিরাময় করতে পারে এবং আমাদের জীবনে শান্তি আনতে পারে। প্রভু যিশু আমাদের একে অপরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন যাতে আমরা তাঁর প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠতে পারি। খ্রিস্টের এই ক্ষমা ও ভালোবাসার আদেশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতে হবে। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই ঘটতে দিতে হবে; প্রতি রবিবারই যেন আমাদের পুনরুত্থান উৎসব হয়ে ওঠে, সেভাবে রবিবাসরীয় উপাসনা/ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে হবে; প্রতিদিনই যেন আমাদের পুনরুত্থান উৎসব হয়ে ওঠে, সেভাবে জীবন-যাপন করতে হবে।

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের অনন্ত জীবনের আশা দেয়। জীবনে চলার পথে আমরা বহু চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হই। তবে যেকোন পরিস্থিতিতেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য তাঁর একটি পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর সভ্য হিসাবে আমরা প্রভু যিশুর সুসংবাদ এই গ্রহের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহুত। তাঁর প্রতি আমাদের গভীর বিশ্বাস ও আস্থা অন্তরে ধারণ করে আমাদের কর্ম ও জীবনাচরণের মাধ্যমে এই বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই প্রভু যিশুর প্রতিষ্ঠিত এই মণ্ডলীর কাজে সফলতা আসবে এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করবে॥ ❑

লেখক: এনজিও'র প্রাক্তন কর্মকর্তা
সদস্য, সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, দিনাজপুর

সমাধি শূন্য:খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থিত

সিস্টার লিন্ডা এসএমআরএ

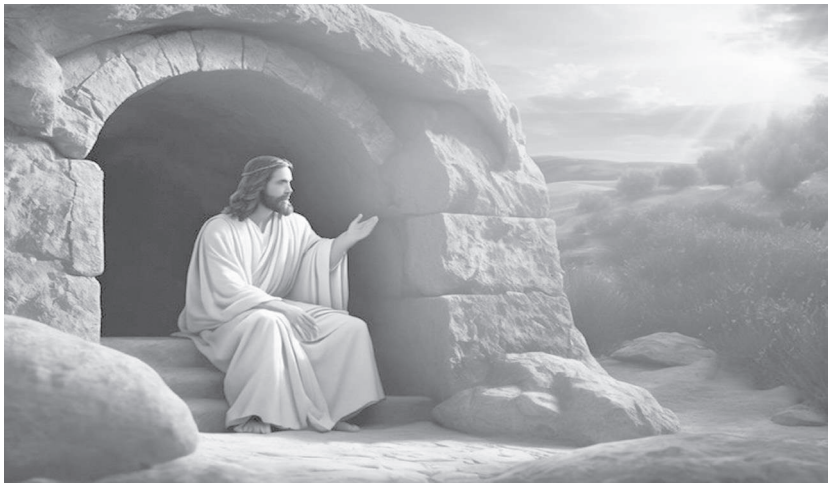

পূর্ণতার জন্যই শূন্যতার প্রয়োজন। শূন্য বা শূন্যতা শব্দটা আসলে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি অর্থেই ব্যবহার করা যেতে পারে। নেতিবাচক চিন্তাধারায় শূন্যতা হলো শুধুই হতাশা, নিরাশা, কষ্ট, পাপের অন্ধকারে ডুবে থাকা। অন্যদিকে ইতিবাচক ভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব আসলে পূর্ণতার জন্যই শূন্যতার প্রয়োজন। শূন্যতা না থ াকলে পূর্ণতার আনন্দ উপলব্ধি করা যায় না। যিশুর কবর শূন্য বলেই যিশু পুনরুত্থিত এবং শূন্য সমাধি আমাদের জীবনে কষ্টের, হতাশা বা নিরাশার নয় বরং আনন্দের, গৌরবের। পূর্ব দিগন্তে যদি রক্তিম সূর্যের উদয় না হত তাহলে যেমন সমস্ত জগত অভিশপ্ত অন্ধকারে আছন্ন থাকতো ঠিক তেমনি যিশু সমাধি শূন্য করে পুনরায় উত্থিত না হলে আমরা আজীবন পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকতাম। যিশুর এই পুনরুত্থান খ্রিস্ট বিশ্বাসীর যাত্রায় নতুন কিছু আহ্বান করে যার মধ্যদিয়ে মানুষ পুরাতন জীবন ছেড়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে শেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো মৃত্যু। মৃত্যুর উপর কারো কোন হাত নেই এবং কিছু করারও নেই। কিন্তু প্রয়োজন আছে প্রস্তুতির কারণ মৃত্যুই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র দরজা এবং পথ। মানুষ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জাগতিক অধ্যায় শেষ করে স্বর্গীয় বা অনন্ত জীবনের অধ্যায় শুরু করে থাকে। তবে একমাত্র যিশুই পৃথিবীতে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন। তিনি মৃত্যুকে (পাপ) কবরে শায়িত রেখে নিজে ওঠে এসে সকল মানুষের মুক্তির (পুনরুত্থানের) ইতিহাস রচনা করেছেন।

পুনরুত্থান অর্থ - পাপের মৃত্যু ও সত্যের জয়, পুনরায় নবীকৃত হওয়া, জেগে ওঠা, বিশ্বাসী হওয়া, পুনরায় চেতনা ফিরে পাওয়া, অন্ধকারে আলোর রশ্মি, প্রত্যাশায় পথ চলা, পূর্বের অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় গমন, নবজন্ম লাভ ও অনন্ত জীবনে পথ চলা।

বীজের মধ্যে যেমন জীবন রয়েছে। সেই বীজ মাটিতে বোনার মধ্যদিয়ে মৃত্যুবরণ করে আর তা অঙ্কুরিত (পুনরুত্থান) হয়ে প্রথমে চারাগাছ, এরপর শিষ, তারপর শস্য উৎপন্ন করে চরম লক্ষ্যে পৌঁছায় *(মার্ক ৪:২৭-২৯)* তেমনি যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ঐশ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করলেন। সেই জন্যই যিশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে তার মৃত্যু হতেই পারে না, কোন কালেই না" *(যোহন ১১:২৫-২৬)*। যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান মানুষকে আধ্যাত্মিকতায় নতুনভাবে জেগে উঠতে আহ্বান করে থাকে।

আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হতেন তবে আমাদের বিশ্বাস মিথ্যা হয়ে যেতো। তাই খ্রিস্টকে ঘিরেই আমাদের বিশ্বাস, আমাদের জীবন-মরণ, আমাদের মুক্তি, আমাদের আশা ও প্রত্যাশা। "যিনি জীবিতই আছেন, তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? তিনি এখানে নেই, তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন" *(লুক ২৪:৫)*। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের এই বাণী শিষ্যদের মনে এক দারুণ বিশ্বাস ও আশা সঞ্চার করেছিল। বিশ্বাস, আশা ও প্রেম এই তিনটি গুণই খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি বলেই আশা করতে পারি এবং আশা থাকলে ভালোবাসার নামে ত্যাগের মাহাত্ম্যকে হৃদয়াঙ্গম করতে পারি।

তাই খ্রিস্টের পুনরুত্থান –

* খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের প্রাণকেন্দ্র। পুনরুত্থান মানুষকে আহ্বান করে বলে, "আর অবিশ্বাসী হয়ে থেকো না, বিশ্বাসী হও" *(যোহন ২০: ২৭)*।
* আর নয় কবরে পড়ে থাকা; পাপের গহ্বরে পড়ে থাকা। পাপ মুক্ত নবজীবন শুরু করার আহ্বান।
* শূন্য কবর দেখার আহ্বান। প্রত্যেকেই যেন 'শূন্য কবর' দেখার অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুর অভিজ্ঞতা অনুভব করি।
* এ মহোৎসব মানুষকে আলোকিত মানুষ হওয়ার আহ্বান জানায়। অন্ধকারের সব ধ্বংসাত্মক কাজ ছেড়ে মানুষকে অন্তর-বাইরে আলোকিত মানুষ হতে আহ্বান করে।
* ভালোবাসা এবং ক্ষমার মানুষ হওয়ার আহ্বান।
* শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান।

গাছ পালার যেমন পুরনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজিয়ে উঠে গাছ হয়ে উঠে সজীব- সতেজ তেমনি মানুষের জীবনেও সজীবতা ও রূপান্তরের প্রয়োজন আছে। তাই মানুষের জীবনে সকল পাপময় অবস্থা বা মন্দতা যা কিছু খ্রিস্টের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় সেই পাপময় জীবনকে কবরস্থ করে নতুন ভাবে জীবন শুরু করার আহ্বান করে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। তাই আসুন আমাদের সুন্দর জীবন আদর্শের মাধ্যমে একে অন্যের কাছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম, আশা ও বিশ্বাসের অগ্রদূত হয়ে উঠি॥ ❑

লেখক: ধর্মব্রতিনী
সহকারী প্রধান শিক্ষিকা
আওয়ার লেডী অফ ফাতেমা, কুমিল্লা

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান: নতুন জীবনের আহ্বান

ফাদার যোহন মিন্টু রায়

ভূমিকা: যিশুর পুনরুত্থান আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের ও খ্রিস্টবিশ্বাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা। মৃত লাজারকে পুনরায় জীবিত করে তুলে প্রভু যিশু বলেছিলেন : "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন, যে কেউ আমাতে বিশ্বাস করে সে কখনও মারা যাবে না।" এই জীবন হলো অনন্ত জীবন, পুনরুত্থিত জীবন, নতুন জীবন। কেউ কখনও শুনেনি যে, মৃত মানুষ জীবিত হয়, নতুন জীবনে ফিরে আসে; কিন্তু বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশুর বাণীপ্রচার ও আশ্চর্য কর্মসাধনের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখতে পাই প্রভু যিশু অনেক অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করেছেন। তিনি অন্ধকে দিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি, খঞ্জকে দিয়েছেন চলার শক্তি, এমনকি মৃত বালিকাকে তিনি জীবিত করেছেন, লাজারকে তিনদিন পর পুনরায় জীবিত করে তুলেছেন। বালিকার নবজীবন দান ও লাজারের পুনরুত্থান প্রকৃতপক্ষে যিশুর পুনরুত্থানেরই পূর্বঘটনা বা পূর্বইঙ্গিত। আর প্রভু যিশু নিজেই মৃত্যুবরণ করেও তিনদিন পরে পুনরুত্থান করে নতুন জীবনের পথ খুলে দিয়েছেন, মানবজাতির সকলের মনে জাগিয়েছেন পুনরুত্থানের আশা। তাই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে পুনরুত্থান বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

০১. বাইবেলের পুরাতন নিয়মে মৃত্যু ও পুনরুত্থান

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন গ্রন্থে মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কে যোবের লেখায় দেখি, "হায়রে মানুষ! মৃত্যুতেই তার সব শেষ। মানুষ! শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তার পর থাকে সে কোথায়? উবে যায় সাগরের জল; ফুরিয়ে যায় শুকিয়ে আসে নদীর প্রবাহ: মানুষ শায়িত হয়-আর উঠে না কখনো" *(যোব ১৪:১০)*। আর পুনরুত্থানের প্রত্যাশা ধার্মিকের মৃত্যুতে, "ধর্মিকজনের অকালে মৃত্যু হলেও সে কিন্তু শান্তি লাভ করবেই" *(প্রজ্ঞা ৪:৭)*। পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা ও যজ্ঞ নিবেদনের কথা শুনি মাকাবীয় গ্রন্থে , "আর সেই জন্যেই তো যুদা মৃতদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক সেই যজ্ঞ নিবেদন করলেন, যাতে মৃতেরা তাদের পাপ থেকে মুক্তি পায়" *(২য় মাকাবীয় ১২:৪৬)*। আর পুনরুত্থানের সুস্পষ্ট প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত আছে প্রবক্তা দানিয়েলের লেখায়, "পৃথিবীর ধূলিতলে যারা নিদ্রিত, তাদের অনেকেই তখন জেগে উঠবে, কেউ কেউ অনন্ত জীবন লাভের জন্যে, আবার কেউ কেউ অনন্ত ঘৃণা ও লাঞ্ছনা ভোগের জন্যে" *(দানিয়েল ১২:২)*। **সামসঙ্গীত গ্রন্থে পুনরুত্থান বিষয়ে আছে,** "ভগবান, আহা কত মঙ্গলময়, জানি জানি, তা তো জীবিতদের দেশে দেখতেই পাব আমি! ভগবানেরই পথ চেয়ে থাক, সাহস রাখ, শক্তি ধর মনে; ভগবানেরই পথ চেয়ে থাক" *(সামসঙ্গীত ২৭:১)*। এভাবে পুরাতন নিয়মে মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে উল্লেখ আছে যা নতুন নিয়মে প্রভু যিশু প্রচারিত পুনরুত্থানের পূর্ব ঘটনা।

০২. বাইবেলের নতুন নিয়মে পুনরুত্থান

নতুন নিয়মে প্রভু যিশু নিজেই নিজের ভাবী পুনরুত্থান বিষয়ে বলেছেন, "শোন, মানবপুত্রকে শীঘ্রই মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা তাঁকে হত্যা করবে! তারপর তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে" *(মথি ১৭:২২-২৩)*। সকলের জন্য পিতার ভালোবাসা, "তেমনিভাবে এই এমন ছোটদের একজনও বিনষ্ট হোক, স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা তা কখনো চান না" *(মথি ১৮:১৪)*। জগতের সকল চাওয়া ও লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাওয়া হলো স্বর্গে যাওয়া, তাই যিশু বলেন, "সারা জগতকে পেয়ে কেউ যদি তার ফলে নিজের জীবনের সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলে, তাতে তার কি-ই বা লাভ হল?" *(মার্ক ৮:৩৬)*। প্রভু যিশু যে তিন দিন পর পুনরুত্থান করবেন তা সুনিশ্চিত, "মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে আর তারা তাকে হত্যা করবে। তবে নিহত হবার তিন দিন পরে সে পুনরুত্থান করবে" *(মার্ক ৯:৩১)*। পুনরুত্থানের পরে স্বর্গে মানুষের অবস্থা কিরূপ তা বলতে গিয়ে যিশু বলেছেন, "কেননা মানুষ যখন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে, তখন কেউ তো বিয়েও করে না, কারও বিয়েও তো দেওয়া হয় না; বরং সবাই তখন হয়ে উঠে স্বর্গদূতদেরই মতো" *(মার্ক ১২:২৫)*। মন পরিবর্তন ও পুনরুত্থান নিয়ে যিশু বললেন: 'তেমনি ভাবেই, যাদের মন ফেরানোর প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যতো আনন্দ হয়, তারও চেয়ে বেশি আনন্দ হয় যখন, একজন পাপী মন ফেরায়" *(লুক ১৫:৭)*। জীবন-মরণ, স্বর্গ-নরক, পুনরুত্থান তো প্রভুই হতে, তাই সাধু পল বলেন, "আমরা যদি বাঁচি, তবে প্রভুর জন্যেই বাঁচি, আর যদি মরি, তাহলে প্রভুর জন্যেই মরি। সুতরাং বাঁচি বা মরি, যে-ভাবেই থাকি না কেন, আমরা প্রভুরই" *(রোমীয় ১৮:৮)*।

০৩. ফিরে দেখা

খ্রিস্টভক্ত হিসেবে নাটকের দৃশ্যের মতো ফিরে দেখতে পারি-খুব সাধারণ উদাহরণ হতে পারে সিরিয়াল বা ধারাবাহিক নাটকে ফিরে দেখা- তবে আমরা নাটক বা সিরিয়ালের নয় বরং পরিত্রাণের ইতিহাসে নিস্তার দিবসত্রয়ে কি কি ঘটে তা ফিরে দেখবো। আসুন আমরা এক ঝলকে দেখি: "নিস্তার দিবসত্রয়" :

৩. (ক) **পুণ্য বৃহস্পতিবার:** যিশুর শেষভোজ, যাজকবরণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রতিষ্ঠা, যিশু-শিষ্যদের পা ধূয়ে দেন, যা-আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্র বিন্দু, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে- শক্তি ও প্রেরণার উৎস।

৩.(খ) **পুণ্য শুক্রবার:** খ্রিস্টীয় জীবন-ক্রুশ কেন্দ্রিক জীবন, ক্রুশের মহিমা-ক্রুশের বিজয়, ক্রুশ-জীবন ও পরিত্রাণের চিহ্ন।

৩.(গ) **পুণ্য শনিবার:** যিশুর পুনরুত্থান, মাগদালার মেরী ও অন্যান্যদের যথার্থে, পুনরুত্থিত যিশুর দর্শনদান।

মাণ্ডলিক প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে পুণ্য শনিবার রাতে বা নিস্তার জাগরণীতে অনেক জনকে দীক্ষাস্নাত করা হতো। পুণ্য শনিবারে আমরা দীক্ষা সংকল্প নবায়ন করি। আর পুণ্য শনিবারের ও পুনরুত্থান রবিবারের মঙ্গলসমাচার আমাদের সামনে প্রমাণ দেয়- মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট সত্যই পুনরুত্থান করেছেন।

৪. কবরে নাইরে যিশু

পুনরুত্থানকে নিয়ে একটি গান রয়েছে।

কবরে নাইরে যিশু কবরে নাই। (২)

যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন আর শঙ্কা নাই।

এই গানের লাইন বা কথা প্যারোডি কার একজন গেয়েছেন-খবর নাইরে যিশুর খবর নাই.....। কোথায় যিশুর খবর নাই? কবরে যিশুর খবর নাই..... অর্থাৎ যিশু কবরে নাই- শূন্য সমাধি যিশু পুনরুত্থান করেছেন। তাইতো মহা আনন্দে মহা সমারোহে পালন করি- প্রভু যিশুর পুনরুত্থান উৎসব। প্রভু যিশু কবর থেকে উত্থিত হয়েছেন। প্রভু যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন । ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, আল্লেলুইয়া! যিশুর পুনরুত্থানে সবাই বলি "আল্লেলুইয়া"।

০৫. পুনরুত্থান অর্থ

পুনরুত্থান পর্ব-কে পাস্কা পর্বও বলা হয়ে থাকে। পাস্কা অর্থ "পার হওয়া" আমরাও পার হই- নদী, রাস্তা খাল-বিল। তবে "পাস্কা" অর্থ হলো- 'পার হওয়া'- আর এই পার হওয়া হলো-

-লোহিত সাগর পার হওয়া - প্রতিশ্রুতি দেশে প্রবেশ

-অন্ধকার পার হওয়া-আলোক-রাজ্যে প্রবেশ

- দাসত্ব পার হওয়া-স্বাধীন জীবনে প্রবেশ

-মৃত্যু নদী পার হওয়া-জীবন রাজ্যে প্রবেশ

-পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করা স্বাধীনতায় প্রবেশ।

আমাদের জীবনে 'পাস্কা' অর্থ জীবনের জীর্ণতা - মৃত্যু- পাপের অন্ধকার থেকে পার হওয়া, পুনরুত্থানের মহিমায় প্রবেশ। - মৃত্যু থেকে নতুন জীবনে প্রবেশ। অন্যদিকে "পুনরুত্থান" অর্থ = পুনরায় উত্থান, পতিত অবস্থা থেকে উত্থান, মৃত্যু থেকে জীবন রাজ্যে প্রবেশ। সাধু পল এই পুনরুত্থানকে তুলনা করেছেন নতুন চারাগাছের সাথে।

০৬. শূণ্য সমাধি

সাধু যোহন রচিত মঙ্গলসমাচার (যোহন ২০ :১-১১) আমাদের সামনে তুলে ধরে-

১। যিশুর শূন্য সমাধি

২। মেরী ম্যাডালিনের সাক্ষ্য এবং

৩। পিতর ও যোহনের সাক্ষ্য

যিশুর শূন্য সমাধি:

- প্রথমে মেরী ম্যাগডালিন এবং পরে পিতর ও যোহন স্বচক্ষে দেখেছিলেন যিশুর শূন্য সমাধি-
- তাদের অন্তরে জেগে উঠেছিল বিশ্বাস
- তারা প্রচার করেছিলেন
- প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের মঙ্গলবাণী "প্রভু যিশু মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থান করেছেন।"

মেরী ম্যাগডালিনের সাক্ষ্যবাণী:

প্রথমা হবা- জগতে এনেছিল পাপ ও মৃত্যু, নবীন হবা - দ্বিতীয় হবা "মারীয়া"- জগতে এনেছেন মুক্তিদাতা খ্রিস্টকে- তা সম্ভব হয়েছিল মারীয়ার বিশ্বাস- প্রার্থনা ও বাধ্যতার ফলে । অন্যদিকে, তৃতীয় নারী- মেরী ম্যাগডালিনই প্রথম যিনি দেখেছিলেন-

-শূন্য সমাধি, দেখেছিলেন স্বর্গদূতকে এবং পেয়েছিলেন পুনরুত্থিত যীশুর সাক্ষাৎ। মেরী ম্যাগডেলিন প্রথম দৌড়ে পিতর , যোহন ও অন্য শিষ্যদের কাছে প্রথম প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করেছিলেন। তাদের সাক্ষ্যবাণীতে আমরা হয়েছি বিশ্বাসী, পেয়েছি নবজীবনের আশা। প্রভু যিশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন তাই আমরা পেয়েছি : শান্তি -আনন্দ-নতুন আশা।

০৭. পিতর ও যোহনের দৌড়

মাগদালার মারীয়ার সংবাদে যিশুর প্রিয় শিষ্য যোহন ও পিতর দৌড়ে সমাধিস্থানে গিয়ে দেখেছেন শূণ্য সমাধি, তাদের অন্তরে জেগে উঠেছে বিশ্বাস, তারা হয়ে উঠেছে যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী। পিতর ও যোহনের দৌড় ও পুনরুত্থানের আনন্দ-সংবাদ ঘোষণার ঘটনা আমদের বলে, আমরাও যেন বসে না থাকি বরং দৌড়াই যিশুরই জন্য এবং হয়ে উঠি তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী, করি যেন নবজীবনের মঙ্গলসমাচার প্রচার বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে সব মানুষের কাছে।

০৮. এম্মাউসের পথে দু-জন শিষ্যকে পুনরুত্থিত যিশুর দর্শনদান

আমার খুব পছন্দের মঙ্গলসমাচার লুক ২৪:৩৫-৪৮ পদ : এম্মাউসের পথে দু-জন শিষ্যকে পুনরুত্থিত যিশুর দর্শনদান। প্রভু যিশু পুনরুত্থানের পর বার বার তার শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। আর লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে দেখি-প্রভু যিশু দেখা দিয়েছেন এম্মাউসের পথে ভগ্ন হৃদয় দু-জন শিষ্যকে।

০৮(ক) তাদের চোখ চিনতে পারেনি

সত্যিই আশ্চার্য হতে হয় এই ভেবে যে, এই দু'জন শিষ্য এবং অন্যান্যা শিষ্যেরা ৩ বছর যিশুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তারা যিশুর সঙ্গে পথ চলেছেন, যিশুর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন যিশুর সঙ্গ গল্প আলাপ করেছেন, অনেক আশ্চর্য কাজ করতে দেখেছেন চোখের সামনে, ঐশরাজ্য বিষয়ক অনেক উপদেশ শুনেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য - দেখুন আজ স্বয়ং প্রভু যিশু তাদের সঙ্গে হাঁটছেন কিন্তু তাদের চোখ যিশুকে চিনতে পারেনি- আমাদের মনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক- কেন তাদের চোখ প্রথমেই যিশুকে চিনতে পারেনি?

০৮ (খ) কিভাবে চিনতে পেরেছিল

তারা যিশুকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন "সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আজ আমাদের সঙ্গেই থাকুন মা।" যিশু রাজী হলেন- এমাউন্সে খেতে বসলেন আর তখনই ৪ চিহ্ন দেখে তারা যিশুকে চিনে ফেলল- প্রথমত: যিশু রুটি হাতে নিলেন, দ্বিতীয়ত: পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, তৃতীয়ত: রুটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন, চতুর্থত: শিষ্যদের দিলেন। তখনই তাদের চোখ খুলে গেল তাদের মনে পড়ে গেল শেষ ভোজের কথা।

০৮ (গ) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন/ খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য এ ঘটনা কি বলে?

এম্মাউন্সের পথ: এই জগতে আমরা তীর্থযাত্রী আমাদের জীবনটাই একটা "যাত্রা"। এই যাত্রাপথে কখনও কখনও আমরা যিশুকে চিনতে পারি-যিশুর পথে যাত্রা করি আবার কখনও কখনও যিশুকে চিনতে পারি না। সত্যি বলতে কি, আমরা আমাদের জীবনে বেশীর ভাগ সময় ভুলে যাই যে- পুনরুত্থিত যিশু আমাদেও সঙ্গেই আছেন সঙ্গেই হাঁটছেন! প্রতিটি খ্রিস্টযাগে ঐশবাণী পাঠে প্রার্থনায় আমরা পুনরুত্থিত যিশু অভিজ্ঞতা করি - চিনতে পারি রুটি ছেঁড়া বা রুটি ভাঙ্গা অনুষ্ঠানে: যেমন প্রভু যিশু রুটি ভেঙ্গে বলেছেন আমরাও যখন নিজেদের ছিঁড়ে ফেলি বা নিজেদের ভাঙ্গি অর্থাৎ নিজেদের হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে আসি, নিজেদের অহংকার থেকে বেরিয়ে আসি, নিজেদের স্বার্থপরতা থেকে বেরিয়ে আসি তখন নিজেদের ভেঙ্গে উদার নবীন হতে পারব পুনরুত্থিত যিশুর আলোতে।

সমাপ্তি-কথা

শিষ্যদের মতোই আমরা পুনরুত্থিত যিশুকে আহব্বান করি-আর বলি- "প্রভু, আমাদের সঙ্গেই থাকুন না! প্রভু আমাদের বাড়ীতেই চলুন না প্রভু, আমাদের হৃদয়ে আসুন এভাবে যিশুকে আমন্ত্রণ/নিমন্ত্রণ/আহ্বান জানিয়ে আসুন আমরা প্রতিদিনের জীবনে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ পুনরুত্থিত যিশুর সাথে যাত্রা করি। আসুন আমরা পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষী হই , আর সকলকে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বলি : "প্রভু যিশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া!" পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর শান্তি আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক শত ধারায়॥ ❑

লেখক: ধর্মযাজক, বোর্ণী ধর্মপল্লী
প্রধান শিক্ষক, সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়

নিস্তার উৎসব: মানব জাতির মুক্তির ইতিহাস

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু

ভূমিকা: নিস্তার উৎসব প্রত্যেক খ্রিস্টবশ্বাসীর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ উৎসবের মাধ্যমে মানব জাতির মুক্তির ইতিহাস রচিত হয়েছে। পুরাতন নিয়মে এর আরম্ভ হলেও নতুন নিয়মে প্রভু যিশু খ্রিস্টে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বিশ্বাসী হিসাবে আমরা সকলেই এ মুক্তির ইতিহাসে বিশ্বাসী। কেননা মেষশাবকের রক্তে ইস্রায়েল জাতি মুক্তি লাভ করেছে কিন্তু স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট নিজে মেষশাবক হয়ে সমগ্র মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

নিস্তার পর্ব বা উৎসব

নিস্তার বা পাস্কা শব্দটি হিব্রু শব্দ 'Pesach' থেকে এসেছে। যার অর্থ হল পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা পার হয়ে যাওয়া। তাই ইংরেজিতে 'Passover' বলা হয়। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে ইহুদীরা এই নিস্তার পর্ব বা উৎসব পালন করে থাকে। দাসত্ব থেকে মুক্তির উৎসবই হল নিস্তার পর্ব বা উদ্ধারপর্ব বা পাস্কা পর্ব। বর্তমানে এটি পুনরুত্থান পর্ব হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নিস্তার পর্ব

ইস্রায়েল জাতির মানুষ ৪৪০ বছর ধরে মিশরীয়দের কাছে অর্থাৎ মিশরে বন্দী বা দাসত্ব অবস্থায় ছিল। এ সময় তারা বিভিন্নভাবে নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল। যাত্রা পুস্তকে বলা আছে, "ইস্রায়েলীয়রা তখন দাসত্বের চাপে কাতরাচ্ছিল, হাহাকার করছিল। দাসত্বের চাপে পড়ে তারা ত্রাহি ত্রাহি বলে ঈশ্বরকে ডাকছিল। তাদের আর্ত-চিৎকার ঈশ্বরের কানে পৌঁছাল" *(যাত্রাপুস্তক ২:২৩-২৪)*। এজন্য তাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বর মোশী ও আরোনকে ফারাও এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফারাও তাদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। মিশরীয়দের প্রতি পর পর নয়টি আঘাতের পরেও ফারাও রাজের মন গলেনি। ঈশ্বর মোশী ও আরোনকে বললেন, এই মাসটি হবে তোমাদের প্রথম মাস এবং এ মাস থেকেই শুরু হবে নতুন বছর। তোমরা ইস্রায়েল জাতির সকলকে এই নির্দেশ দিবে- এই মাসের দশম দিনে প্রত্যেক পরিবারের জন্য যেন একটি করে মেষ জাতীয় পশু যোগাড় করে নেয়। পরিবারের পক্ষে গোটা বাচ্চাটির মাংস খাওয়া শেষ না হলে লোকসংখ্যা অনুসারে যেন খুঁতবিহীন এক বছরের মদ্দা বাচ্চাকেই বেছে নেওয়া হয় এবং মাসের চতুর্দশ দিনটি পর্যন্ত রাখা হয়। সেদিন সন্ধা হওয়ার পশুটিকে জবাই করে যেসব পরিবারে সে মাংস খাওয়া হবে সেসব পরিবারের ঘরের দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে যেন ওই রক্ত লাগানো হয়। সে রাত্রেই এই মাংস খেতে হবে আগুনে ঝলসে খামিরবিহীন রুটি ও তেতো শাক দিয়ে। কোন কিছুই ফেলে রাখা যাবে না বরং আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আর মাংস খেতে হবে এইভাবে- কোমরে বন্ধনী থাকবে, পায়ে থাকবে জুতো, হাতে থাকবে লাঠি। আর তাড়াতাড়ি খেতে হবে, কেননা ঈশ্বর যে সেই সময়ে নিস্তরণ করে যাবেন। 'দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে রক্ত দেখলেই তিনি সেই বাড়ি ডিঙিয়ে এগিয়ে যাবেন। যে বাড়ির কপালিতে রক্তের দাগ থাকবে না সে বাড়ির প্রথম জাত পুত্র মারা যাবে' *(যাত্রাপুস্তক ১২:১)*। ঈশ্বর ভগবানের নির্দেশ মত তারা সব কিছু সুসম্পন্ন করলেন এবং ঠিকই প্রভু ভগবান মিশরীয়দের প্রথম জাত পুত্রকে প্রাণে মারলেন। সেই রাতেই ফারাও মোশী ও আরোনকে ডেকে আনলেন ও ইস্রায়েলীয়দেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। এই নিস্তার রজনীতে মেষশাবকের রক্তে শুধু মাত্র ইস্রায়েল জাতি উদ্ধার হননি বরং ঈশ্বর মোশী ও আরোনের মধ্যদিয়ে মিশরীয়দের সুদীর্ঘ দাসত্ব ও বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মনোনীত জাতিকে প্রতিশ্রুত দেশের দিকে ধাবিত করলেন।

নতুন সন্ধিতে নিস্তার উৎসব

নতুন নিয়মে নিস্তার পর্ব বা উদ্ধার পর্ব হল ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যিনি মেষশাবক হয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ক্রুশ কাষ্ঠের উপর। অর্থাৎ নিস্তার রহস্য বা Paschal Mystery বলতে ঈশ্বরের মেষশাবক হিসাবে যিশুর যন্ত্রনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে বুঝানো হয়। নিস্তার রহস্যই খ্রিস্টমণ্ডলীর গোটা জীবনের এক মহা চালিকা শক্তি। নতুন নিয়মে এই নিস্তার পর্ব বা উৎসব পাস্কা পর্ব বা পুনরুত্থান পর্ব হিসাবে অধিক পরিচিত। তাই বলা যায় যে, নিস্তার উৎসবের নতুন রূপ হল যিশুর পুনরুত্থান উৎসব। এই পর্বেই যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে স্মরণ করা হয়। স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট ক্রুশ কাষ্ঠে বলীকৃত মেষ; যার পুণ্য রক্তের গুণে মুক্তির ইতিহাস রচিত হয়েছে। মানব মুক্তি সাধিত হয়েছে। বিশ্বাসী হিসাবে যিশুর পুনরুত্থানকে ঘিরেই আমাদের অনন্ত জীবনের পথে পথ চলা। কেননা এটি পর্বের পর্ব বা মহোৎসবের মহোৎসব।

আদি থেকে এই নিস্তার পর্ব বা পাস্কা পর্বকে খ্রিস্টযাগের সাথে তুলনা করা হয়। কেননা পাস্কা ভোজে বসেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্রিস্টযাগ। সেখানে বসেই তিনি তার দেহ ও রক্ত শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন। যিশু হলেন পাস্কা বলির মেষ যিনি ক্রুশ কাষ্ঠের উপর নিজেকে বলি উৎসর্গ করেছেন। অতঃপর তিনি তিন দিন পর পুনরুত্থান করেছেন। এভাবে তিনি সমগ্র মানব জাতিকে, সমগ্র পাপী মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।

যিশুতে নিস্তার রহস্যের পূর্ণতা

পুরাতন নিয়মে প্রবক্তা ইসাইয়া মুক্তিদাতার আগমন উপলক্ষে ভবিষ্যত বাণী প্রদান করেছিলেন। শুধুমাত্র তাঁর আগমন নয় বরং তিনি যিশুখ্রিস্টকে মুক্তিদাতা, মশীহ, উদ্ধারকর্তা, প্রভুর যন্ত্রণাভোগী সেবক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যাত্রাপুস্তকে যেমন নিস্তার বা উদ্ধার ঘটনার পূর্বে নিস্তার ভোজ সুসম্পন্ন হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে যিশুও মুক্তিকাজ সাধন করার পূর্ব মুহূর্তে শেষ ভোজ সুসম্পন্ন করেছেন। এভাবে যিশু খ্রিস্টে নিস্তার রহস্যের পূর্ণতা লাভ করেছে।

মানব জাতির পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি

আদম ও হবার মধ্যদিয়ে এই পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করেছিল। সেই থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানুষ পাপে পতিত হয়েছে। এভাবে জীবন পথে চলতে গিয়ে পাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সমগ্র পাপী মানুষের রক্ষা করার জন্য মানব পুত্র যিশু আসবেন অসংখ্য প্রবক্তার মুখে এ ভবিষ্যতবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারে বলেছেন, "পরমেশ্বর জগতকে এতই ভালবেসেছেন

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পুনরুত্থান পর্ব: মহোৎসবের মহোৎসব

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

খ্রিস্টীয় উপাসনা বর্ষচক্রে পুনরুত্থান পর্ব

খ্রিস্টীয় উপাসনা বর্ষচক্রের মধ্যে যিশুর পুনরুত্থান পর্বটি হলো প্রধান পর্ব। উপাসনা বর্ষ পঞ্জিকায় প্রতিদিনই কোন না কোন সাধু-সাধ্বীর পর্ব রয়েছে। পর্ব উদযাপনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় জীবনাদর্শের ও সাধু সাধ্বীদের জীবনাদর্শ নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা, অনুগ্রহ আশীর্বাদ যাচনা করা হয়। আদিগুলীর উৎসবাদি উদ্‌যাপনের মধ্যে পাস্কা বা যিশুর পুনরুত্থান পর্বই ছিল প্রধান। পর্বগুলি প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) মহাপর্ব (Solemnity): বড়দিন, পুনরুত্থান, মারীয়া স্বর্গোন্নয়ন।

(খ) পর্ব (Feast): প্রেরিত শিষ্যদের পর্ব।

(গ) স্মরণ উৎসব (Memoria): সাধু বেনেডিক্ট, সাধু আন্তনী, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, সাধু ডমিনিক।

(ঘ) স্মরণ উৎসব, ঐচ্ছিক (Optional Memories)।

পুনরুত্থান বা পাস্কা হলো মহাপর্ব। গোটা বিশ্বে যিশুর জন্ম উৎসবকে আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপন করা হয় এবং বড়দিন গোটা বিশ্বেই জনপ্রিয় ও পরিচিত উৎসব। তবে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূল রহস্য ধ্যান হলো পাস্কা পর্ব। পাস্কা পর্বের রহস্যময় সত্য ধ্যান করে পুনরুত্থান পর্ব উদ্‌যাপন করা হয় এবং তা পুরাতন নিয়মের নিস্তার পর্বের পূর্ণতাই হলো পাস্কা। আদি মণ্ডলীর সময় কাল থেকে পাস্কা পর্বের রেওয়াজ চালু হয়েছে এবং পাস্কা পর্বের দিন-ক্ষণ ও তাৎপর্য নিয়ে ১ম নিসিয়া (৩২৫) মহাসভা আলোচনা করা হয়েছে। 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' বইয়ের ১১৭০ নং ধারায় বলা হয়েছে, "নিসিয় মহাসভায় (৩২৫ খ্রিস্টাব্দে) সবগুলো মণ্ডলী একমত হয়েছে এই বলে যে, পুনরুত্থান পর্ব তথা খ্রিস্টীয় নিস্তার পর্ব বসন্তকালীন মহাবিষুবের পরে প্রথম পূর্ণিমার পরবর্তী রবিবারে (নিসান মাসের ১৪ তারিখ) উদ্‌যাপিত হবে। নিসান মাসের চতুর্দশ দিন গণনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে পুনরুত্থানের তারিখ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে এক নয়। এই কারণে খ্রিস্টমণ্ডলীগুলো সাম্প্রতিককালে একটা মতৈক্যে পৌঁছাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে পুনরায় প্রভুর পুনরুত্থান একই তারিখে উদযাপন করা হয়"।

পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্ব একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা

পবিত্র বাইবেলে মন পরিবর্তনের তথা জীবনের পাপময় বাস্তবতা পরিহার করার আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। যিশু নিজেই চল্লিশ দিন মরু প্রান্তরে অবস্থান করে পালকীয় কাজের প্রস্তুতি নিয়েছেন উপবাস, প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে। দীক্ষার গুণে মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য হয় আর তপস্যা-সাধন-ত্যাগের গুণে ভক্তরা প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাসী তথা খ্রিস্টান হয়ে উঠে। খ্রিস্টীয় জীবন পথ হলো যিশুখ্রিস্টের জীবনাদর্শ, শিক্ষা ও মণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম। যিশুখ্রিস্টের জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছে পিতার ইচ্ছা পালন তথা দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা-মৃত্যু সর্বোপরি পুনরুত্থানের মাধ্যমে। তীর্থ যাত্রী মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা হিসাবে আমাদের যাত্রা পুনরুত্থিত খিস্টের সাথে। তপস্যাকালীন আধ্যাত্মিক করণীয় হলো: **উপবাস, প্রার্থনা ও দান**। গোটা চল্লিশ দিন ব্যাপী যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ও লোকভক্তি রয়েছে তা হলো: **ক্রুশের পথ, খ্রিস্টযাগ, ব্যক্তিগত পাপস্বীকার ইত্যাদি**। এছাড়া অঞ্চলভেদে তপস্যাকালীন আধ্যাত্মিক অনুশীলন রয়েছে: চল্লিশদিন ব্যাপি যিশুর কষ্টের গান, যিশু লীলা পালা, বারো শিষ্যের পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান, জীবন্ত ক্রুশের পথ ইত্যাদি। পুণ্য বা মহাসপ্তাহ একটি বিশেষ ধ্যানময় সপ্তাহ যেখানে খ্রিস্টীয় রহস্যের আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলো করা হয়। **তালপত্র রবিবার বা যিশুর যাতনাভোগ রবিবার, পুণ্য বৃহস্পতিবার: তৈল আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগ,** পবিত্র তৈল আশীর্বাদ ও যাজক দিবস, এই দিনে বিশপ মহোদয় তার যাজকদের নিয়ে ক্যাথিড্রালে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। এ সময় খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ তিন ধরনের তৈল আশীর্বাদ করা হয়:

ক. দীক্ষাপ্রার্থীদের তৈল: এই তৈল দীক্ষাস্নানের জন্য ব্যবহার করা হয়।

খ. অভিষেক তৈল: দীক্ষাস্নান, হস্তার্পণ এবং যাজক ও বিশপ অভিষেক করার সময় ব্যবহার করা হয় এ তেল।

গ. রোগী লেপন তৈল: মারাত্মক অসুস্থ ও মরণাপন্ন খ্রিস্টভক্তের জন্য এ তৈল ব্যবহার করা হয়।

মহাসপ্তাহের দিবসত্রয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো হলো:

পুণ্য বৃহস্পতিবার, যিশুর শেষ ভোজের স্মরণানুষ্ঠান, পুণ্য শুক্রবার: পুণ্য শনিবার বা নিস্তার মহোৎসবের রাত্রি, পুনরুত্থান রবিবার।

নিস্তার পর্ব ও পুনরুত্থান উৎসব

পুনরুত্থান পর্বটি পাস্কা, ইস্টার, নিস্তার পর্ব, পুনরুত্থানসহ নানা নামে পরিচিত। পুনরুত্থানের আক্ষরিক অর্থ বা সমার্থক শব্দ হলো: পুনরায় উত্থিত হওয়া, জেগে ওঠা, সজাগ ও সজীব হওয়া, প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হওয়া ইত্যাদি। পুনরুত্থান পর্বটি খ্রিস্টীয় জীবন ও বিশ্বাসের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। আদি মণ্ডলীর উপাসনায় রবিবার দিনটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানেও রবিবারের উপাসনায় অংশগ্রহণ করার উপরে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয় কারণ পাস্কা পর্বের সাথে রবিবার দিনটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা'র ১১৬৭ নং ধারায় বলা হয়েছে: "রবিবার হল উপাসক মণ্ডলীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন, যে দিনে বিশ্বাসীবর্গ সমবেত হয় 'ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করতে এবং খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে, এবং এইভাবে তারা প্রভু যিশুর যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও মহিমা স্মরণ করে এবং ধন্যবাদ জানায় পরমেশ্বরকে, যিনি "মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টের পুনরুত্থান ঘটিয়ে তাদের নবজন্ম দান করেছেন, যাতে তারা এক প্রাণময় আশায় বুক বাঁধতে পারে।" তাই পুনরুত্থান হল একটি আনন্দময় অভিজ্ঞতা এবং পুনরুত্থিত যিশুর আত্মিক চেতনা নিয়ে আশায় মণ্ডিত খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করা। খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরত্বের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্ধকারের অবসান হয়েছে।

" খ্রিস্টীয় নিস্তারে স্মরণ করা হয় নাজারেথের যিশু ঈশ্বর-পুত্রের বলিদান: তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুনরুত্থান করেন মানুষের পরিত্রাণের জন্য। খ্রিস্টীয় নিস্তার ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইহুদী নিস্তারের সঙ্গে সংযুক্ত। যে-সব ঘটনা খ্রিস্টভক্তগণ তাদের বিশ্বাসের জন্য মৌলিক বলে মনে করেন (যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান) তার সঙ্গে তারা ইহুদী নিস্তার অনুষ্ঠানেরও সম্পৃক্ততা উপলব্ধি করেছিলেন। যোহন 'ইহুদীদের নিস্তার' এর কথা বলেন, যা সম্ভবত পালন করা হয়েছিল ২৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই বাহ্যিক সম্পর্ক যথেষ্ট নয়। আদি মণ্ডলী অনতিবিলম্বে রবিবার 'প্রভুর দিন' *(দ্র: প্রত্যাদেশ ১:১০)*; 'খ্রিস্টের পুনরুত্থানের দিন' *(মার্ক ১৫: ২)* হিসেবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এই দিনটি খ্রিস্টভক্তদের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন *(দ্র: শিষ্যচরিত ২০: ৭; ১করি ১৬:২)*, 'পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে পুণ্য ভোজের দিন' হিসেবে চিহ্নিত হয় *(দ্র: যোহন ২০:১৯, ২৬)*। যদিও খ্রিস্টধর্মে নিস্তার পর্বটি দেখতে পাই যিশুর পুনরুত্থানের বাৎসরিক পর্বীয় স্মৃতি বা বছরের মহান রবিবার হিসেবে, তবুও আমরা কখনো ভুলে যেতে পারি না ইহুদী নিস্তারের সঙ্গে এর সম্পর্ক যা ফুটে ওঠে এর নাম, তারিখ এবং উপাসনিক-ঐশতাত্ত্বিক দিক দিয়ে" *(জীবন বাণী : বাইবেল ধ্যান-পত্র, আলোর পথ, পৃষ্টা ৩১)*।

পাস্কা পর্ব ও প্রসঙ্গ কথা

ইস্রায়েল জাতি ৪০০ বছর দাসত্বের পর আরও ৪০ বছর ছিল যাত্রা পথে। ঈশ্বর তার প্রেরিত মুখপাত্র দ্বারা ইস্রায়েল জাতিকে পরিচালনা দিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছতে নির্দেশনা ও সহায়তা দিয়েছেন। দাসত্ব থেকে মুক্তির যাত্রাকে ইস্রায়েল জাতি নিস্তার পর্ব হিসাবে উদ্‌যাপন করত। নিস্তার পর্ব হল দাসত্ব থেকে রেহাই ও মুক্তি পাবার স্মরণ উৎসব। বহু গ্রন্থের রচয়িতা জেভেরিয়ান মিশনারী ফাদার সিলভানো গারেল্লো *(১৯৩৮-২০১৭)* 'খ্রীষ্টিয়

ও ইহুদী নিস্তার/পাস্কার ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে বলেন: "পাস্কা (গ্রীক এবং ল্যাটিন শব্দ) শব্দটি এসেছে আরামীয় শব্দ 'পেশাহ' থেকে। এই শব্দের মৌলিক অর্থ অনিশ্চিত: সম্ভবত 'নিস্তরণ' (পার হয়ে যাওয়া)। মণ্ডলীর পিতৃগণ এ বিষয়ে দুই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

ক) এশিয়ার পিতৃগণ (সার্দির মেলিতন, ইরেনেউস, ইপলিতুস, তের্তুলিয়ান) 'পাস্কা' শব্দটি গ্রীক 'পাশেইন' শব্দটির সাথেও জড়িত যা বুঝায় 'কষ্টভোগ করা'। তাই তারা খ্রিস্টের যাতনাভোগের সঙ্গেও একে মিলিত করে দেখেন। যদিও এই ব্যাখ্যা একটু সরল, তবুও তা ইহুদী পাস্কার অর্থকেই ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ঐতিহ্যেই পাস্কা অর্থ নিহিত ছিল নিস্তার মেষশাবকের সঙ্গে, যার ফলে নতুন নিয়মে বলা হয়: 'চপটী পর্ব' *(মথি ২৬:১৭; মার্ক ১৪:২২)* 'নিস্তার ভোজ' *(যোহন ১৮:২৮)*। এই ব্যাখ্যা প্রভু যিশুর যাতনাভোগের পরিত্রাণদায়ী অর্থের উপরে জোর দেয়' (জীবন বাণী : বাইবেল ধ্যান-পত্র, আলোর পথ, পৃষ্ঠা ৩১)।

খ) আলেকজান্দ্রীয় পিতৃগণ (অরিজেনের সঙ্গে) পাস্কাকে নিস্তরণের অর্থের সাথে এক ক'রে দেখেন (Diabasis, Transitus): ঐশজনগণ মিশর দেশের দাসত্ব অবস্থা ছেড়ে লোহিত সাগরের মধ্যদিয়ে প্রতিশ্রুত দেশের দিকে গমন করেন। এই পর্যায়ে জোর দেওয়া হয় দীক্ষাস্নানের প্রতীকের উপরে: কারণ, দীক্ষাস্নান দ্বারা পাপের দাসত্ব থেকে পবিত্রতার দিকে এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যিশুখ্রিস্টের নিস্তরণ বুঝায় যে, তিনি যাতনাভোগ ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে এই জগত থেকে পিতার কাছে যান" *(জীবন বাণী : বাইবেল ধ্যান-পত্র, আলোর পথ, পৃষ্ঠা ৩১ -৩২)।*

পবিত্র বাইবেল ও মণ্ডলীর শিক্ষায় পাস্কা পর্ব

পবিত্র বাইবেল জুবিলী বাইবেলের ঐশতাত্ত্বিক শব্দ টীকায় অর্থপূর্ণভাবে পাস্কা ও পুনরুত্থান পর্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা বাইবেলে, মণ্ডলীর শিক্ষা ও পাস্কা পর্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্পষ্ট ভবে ফুটে উঠেছে। "পাস্কা পর্বে ইস্রায়েলীয়েরা মিশর দেশ থেকে মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত। পরবর্তীকালে এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হল যার নাম খামিরবিহীন রুটির পর্ব; এই উপলক্ষে ইস্রায়েলীয়েরা পুরানো যত খামির ফেলে দিত; তার মানে, পাপময় আচরণ বর্জন করে তারা খাঁটি মানুষের মত জীবন যাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করত। যিশু সম্ভবত পাস্কা-ভোজেই নিজ নবসন্ধি স্থির করলেন। 'পাস্কা' শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ *(যাত্রা ১২; ২ বংশ ৩৫:১৮; মথি ২৬:২৬; ১ করি ৫:৮)*"।

'পবিত্র বাইবেল জুবিলী বাইবেলে'র ঐশতাত্ত্বিক শব্দ টীকায় খ্রিস্টের পুনরুত্থানের বিবরণে বলা হয়েছে "খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এই ধারণা ভেসে ওঠে যে, জগৎ শেষে মানুষ পুনরুত্থান করবে, হয় গৌরবলাভের উদ্দেশে, না হয় শাস্তিভোগের উদ্দেশে। জগৎ শেষের আগে ঘটেছে বিধায় যিশুর পুনরুত্থান এই সাধারণ পুনরুত্থান থেকে ভিন্ন ধরনের। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর যিশুকে গৌরবময় প্রভুরূপে পুনরুত্থিত করে তুললেন, তাঁকে দিলেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার, তাঁকে করলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও নতুন এক মানবজাতির অগ্রনেতা। যারা দীক্ষাস্নান দ্বারা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে প্রবেশ করেছে, তারা ঐশজীবনে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছে *(দা ২: ১২; মথি ২৮: ১৮; শিষ্য ২৩:৬; রো ১:৪; ১করি ১৫; ফিলি ২:৯-১১; হিব্রু ২:১০)"।*

পুনরুত্থান পর্ব হলো: 'মহোৎসবের মহোৎসব'

পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতার আলোকে সাধু পল বলেন, " আমিতো খ্রিস্টকে জানতে চাই; জানতে চাই কেমনতর তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি; আমিচাই তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণারও অংশীদার হতে, তাঁর মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করে সমরূপ হয়ে উঠতে" *(ফিলিপ্পীয় ৩:১০)*। 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' বইয়ের ১১৬৯ নং ধারায় বলা হয়েছে: "সুতরাং পুনরুত্থানপর্ব শুধুমাত্র অনেক পর্বের একটি পর্ব নয়, বরং এটি হচ্ছে 'পর্বের পর্ব' এবং 'মহোৎসবের মহোৎসব' ঠিক যেমনটি হয় খ্রিস্টপ্রসাদের ক্ষেত্রে, কারণ খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে 'সংস্কারের সংস্কার' (মহা সংস্কার)। সাধু আথানাসিউস পুনরুত্থান পর্বকে 'মহা রবিবার' বলে অভিহিত করেছেন, এবং প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো 'পুণ্য সপ্তাহকে' মহা সপ্তাহ বলে আখ্যায়িত করেছে। পুনরুত্থান রহস্য, যাদ্বারা খ্রিস্ট মৃত্যুকে চূর্ণ করেছেন, তার সেই রহস্যের মহাশক্তি আমাদের পুরনো কালপ্রবাহে প্রবেশ করে যে পর্যন্ত না সবকিছু তাঁর অধীন হয়"। স্বর্ণ যুগের বিশিষ্ট লেখক ও বাগ্মি সাধু জন খ্রীসোস্তম (৩৪৭-৪০৭) বলেন: "এই সপ্তাহকে 'মহা সপ্তাহ' বলা হয় এ কারণে নয় যে, এর মধ্যে আরও বেশি দিন রয়েছে, বা এই দিনগুলো বেশি দীর্ঘ, বরং এই কারণে যে, এই সপ্তাহে ঈশ্বর দ্বারা মহান কাজ সাধন করা হয়েছে"। এই মহা সপ্তাহের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যদিয়ে আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্বে অংশগ্রহণ করি। পুনরুত্থান রবিবারের পরবর্তী দিনগুলোর ধ্যানের মূলভাব হলো: সোমবার: খ্রিস্ট পুনরুত্থিত, মঙ্গলবার: পুনরুত্থিত খ্রিস্টের বিজয় শেষ অবধি বিরাজমান, বুধবার: মুক্ত মানুষের বিজয় উল্লাস, বৃহস্পতিবার: নতুন যাত্রা, শুক্রবার পুনরুত্থিত খ্রিস্টের রক্তে মুক্তি বা পরিত্রাণ, শনিবার: যিশুতে নতুন জীবন।

পুনরুত্থান হল 'আল্লেলুইয়া সংগীত'

হিপ্পো নগরের মহান সাধু আগষ্টিন (৩৫৪-৪৩০) পুনরুত্থান পর্বকে আল্লেলুইয়া বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন: "আমরা পুনরুত্থানের জনগণ এবং আল্লেলুইয়া আমাদের গান"। হিব্রু শব্দ Hallelujah শব্দ থেকে Alleluia শব্দটির উদ্ভব। আক্ষরিক অর্থে ইয়াওয়ের প্রশংসা করা। খ্রিস্টীয় উপাসনায় আল্লেলুইয়া শব্দটি গান ও প্রার্থনার মধ্যে অনেক বার ব্যবহার করা হয়। ১১১-১১৮ এবং ১৪৫-১৫০ সামসঙ্গীত গুলো প্রশংসা ও ধন্যবাদ মূলক। এছাড়া আল্লেলুইয়া শব্দ দ্বারা বিজয়, আনন্দ, প্রশংসা ও স্তুতিগান করা বোঝায়। যিশু ও তাঁর শিষ্যরাও পিতা ঈশ্বরের স্তুতিগান করেন: "এবার স্তোত্র গান করার পর তারা জৈতুন পর্বতের পথে বেরিয়ে পড়লেন" *(মথি ২৬: ৩০)*। মণ্ডলীর ঐতিহ্যে পুনরুত্থান কাল হল পুণ্যসংস্কারগুলোর মধ্যদিয়ে খ্রিস্টীয় জীবনের ঐশ কৃপা ও পূর্ণতা লাভের সময়। আর সংস্কারগুলো হল- দীক্ষাস্নান, খ্রিস্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ এবং পুর্নমিলন এই সংস্কারের মধ্যদিয়ে ভক্তবিশ্বাসী খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ করে। সাধু আগষ্টিনের সাথে একাত্ব হয়ে বলতে পারি পুনরুত্থান হল আল্লেলুইয়ার সময়।

পুনরুত্থান বা পাস্কা নব জীবনের যাত্রা

যিশু বলেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও সে জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস রাখে তার মৃত্যু হতেই পারে না-কোন কালেই নয় *(যোহন ১১:২৫-২৬)*"। পাস্কা পর্বের রহস্যময় সত্য হলো: ঈশ্বরপুত্র যিশু গোটা মানব জাতির মুক্তির জন্য তার জীবনের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করে ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুকে নাশ করে তৃতীয় দিনে উত্থিত হয়েছেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মৃত্যুকে জয় করা হলো গৌরব দীপ্ত রূপ প্রকাশ করা। পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্বের উপদেশে রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেড (১১১০-১১৬৭) বলেন, "প্রথম পাস্কা হলো, ইহুদিদের পাস্কা, দ্বিতীয়টি হলো খ্রিস্টানদের পাস্কা, তৃতীয়টি পুণ্যজনদের বা সিদ্ধ পুরুষদের পাস্কা। ইহুদিদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলিকৃত, আমাদের পাস্কায় খ্রিস্ট বলিকৃত, পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কায় খ্রিস্ট গৌরবান্বিত। ইহুদিদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলিকৃত হয় বটে কিন্তু তার দৃষ্টান্তরূপে খ্রিস্টের আত্মবলিদানের পূর্বাভাস উপস্থিত। অপরদিকে আমাদের পাস্কায় খ্রিস্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ নয় বাস্তবে বলিকৃত হন"। প্রচলিত কথায় বলা হয় No Good Friday, No Easter অর্থাৎ পুণ্য শুক্রবার বিহীন পাস্কা পর্ব নেই। তাই আমাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, নিরাশার পরেই আসে পুনরুত্থান। খ্রিস্ট পুনরুত্থিত, সত্যিই পুনরুত্থিত। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শান্তি, আনন্দ ও ভালবাসা সবার হৃদয়কে নবায়িত ও প্রাণবন্ত করে তুলুক। জয় মৃত্যুঞ্জয়! শুভ পাস্কা- আল্লেলুইয়া।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ১৯৯৯।

২. জীবন বাণী- ৬: বাইবেল ধ্যান-পত্র, (সম্পাদনা ফাদার সিলভানো গারেল্লো) আলোর পথ পুনরুত্থানের পথ, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০১৩।❑

লেখক: পাল পুরোহিত, বনপাড়া ধর্মপল্লী
শিক্ষক, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী
প্রতিবেশীর নিয়মিত লেখক

পারিবারিক জীবনে পুনরুত্থানের আনন্দ

রুথ পিরিছ

ভূমিকা

"সমাধি শূন্য, পাপের পরাজয়/ প্রভু যিশুর আজিকে হলো জয়।" প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমাদের সবার জীবনে পুনরুত্থান রবিবার দরজায় কড়া নাড়ছে। সবাই প্রস্তুতি গ্রহণ করছি পুনরুত্থানের আনন্দ উপভোগ করার জন্য। পুনরুত্থান যেমন ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক তুষ্টি, আনন্দ ও আশীর্বাদ লাভের উৎসব, তেমনি এটি একটি পারিবারিক শান্তি-আনন্দ-আশীর্বাদ লাভেরও উৎসব। খ্রিস্টভক্ত হিসেবে খ্রিস্টীয় পারিবারিক জীবনে পুনরুত্থান উৎসব বয়ে আনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের অফুরান আশীর্বাদ ও শান্তি।

পুনরুত্থানের প্রস্তুতি

আসন্ন পুনরুত্থান পর্বের জন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে। এই প্রস্তুতিকে আমরা দুটো দিকে আলোকপাত করতে পারি। (১) আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি (২) জাগতিক প্রস্তুতি।

(১) জাগতিক প্রস্তুতি: পুনরুত্থান পর্বের প্রস্তুতি শুরু হয় মূলত ভস্ম বুধবার দিন কপালে ছাই মাখার মধ্যদিয়ে। এই দিন মাতা মণ্ডলীতে সকলে উপবাস ও মাংসাহার ত্যাগ করে উপবাস কালের পথ যাত্রা শুরু করে। এই সময়ে গ্রামে প্রায় পরিবারে ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলে। মায়েরা মুড়ি খই ভাজা, ছাতু চিড়া কুটা, দই তৈরি, মিষ্টি, মন্ডা, ফল-ফলাদি ইত্যাদির যোগার করায় ব্যস্ত থাকেন। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা নতুন পোশাকের আশায় বাবা-মার কাছে আবদার করে। যুবকরা নিজেদের সৌন্দর্য্যকে আরও আকর্ষণীয় করায় ব্যস্ত হয়ে পরে। চলে বিশাল কর্মযোগ্য। চুল, দাড়ি, নখ সমস্ত কিছুতেই যেন সৌন্দর্যের ছোঁয়া চাই। পুণ্য বৃহস্পতিবার হতে বিশেষ খাবার পিঠার পায়েস তৈরি, পুণ্য শুক্রবার করলা ভাজি, ডাল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। পুনরুত্থান পর্বের দিনে সকালে দই, মন্ডা-মিঠাই, খই, মুড়ি দিয়ে খাবার খাওয়ার প্রস্তুতি চলে। দিনের বাকি অংশের আয়োজন যার যার সামর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে। তবে এই আয়োজনের প্রস্তুতির এলাকা ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে।

(২) আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি: পুনরুত্থান পূর্ববর্তীকাল অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত কাল হলো আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার খুব সুন্দর একটি সুযোগ। এই সময়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়ার সুন্দর সুযোগ থাকে আমাদের কাছে। ৪০ দিন উপবাস কাল ধরে নিয়ে মাতা মণ্ডলী, উপবাস প্রার্থনা, দান এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। উপবাস বিষয়ে পূন্য পিতা পোপ মহোদয় যে বাণী ও করনীয় মণ্ডলীর জন্য দিয়েছেন তা মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপবাস অর্থ শুধুমাত্র না খেয়ে থাকা নয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই সময়তে ক্ষুদ্র মণ্ডলীর প্রতিটি পরিবারে ক্রুশের পথ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কষ্টের গান গাওয়া হয়। সন্ধ্যা প্রার্থনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ৪০ দিনে নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ খাঁটি সোনার ন্যায় করে তোলা সম্ভব। অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে, তিনি কখনই আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না।

পারিবারিক উৎসব

খ্রিস্টীয় পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে পুনরুত্থান একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। পারিবারিক মিলন, ঐক্য, ভালোবাসা, আস্থা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, এই শব্দগুলো বইপুস্তক বা পুরোহিতদের উপদেশ বাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিজেদের জীবনে অনুশীলন করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের পূর্ব পুরুষরা কঠোর ভাবে উপবাসকাল পালন করতেন। আমরা বর্তমান সময়ে যারা বাবা-মা রয়েছি, আমরা এক অর্থে আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে পরছি। পারিবারিক সেই মিলন বন্ধন আগের মত মজবুত থাকছে না। পুনরুত্থানের এই সুন্দর সময়তে আমরা নিজেদের এই ঢিলেঢালা সম্পর্ককে আরও বেশি মজবুত করে তুলতে পারি। বাবা-মা হয়ে সন্তানদের সময় দিয়ে, সন্তানেরা বাবা-মায়ের সাথে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অভাব-অভিযোগ সহভাগিতা করতে পারে। এই বিষয়গুলোর প্রতি বেশি মনযোগী হতে হবে। অনেক পরিবারের পিতা রয়েছেন, যারা উৎসব মানেই নিজের বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে থাকেন। শুধু পিতাকেইবা কেন দোষী করবো প্রত্যেকে নিজেদের বন্ধু নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। বন্ধুদের সাথে সময় ব্যয় করা দোষের নয় তবে পরিবারকে সময় দেয়াটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবেই পুনরুত্থান হয়ে উঠবে পারিবারিক উৎসব। নিজেকে অন্যের কাছে পবিত্র রূপে উপস্থাপন করা। নিজেকে অনুতপ্ত করে ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরে পুনরুত্থানের পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব। তবেই পুনরুত্থান পর্ব আমাদের সকলের জন্য হয়ে উঠবে পারিবারিক উৎসব। সবার মধ্যে পুনরুত্থানের সেই জ্যোর্তিময় উজ্জল আলো ছড়িয়ে পড়ুক।

পুনরুত্থানের পারিবারিক আনন্দ

আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে পুরো বছরটিকে যে কয়েকটি কালে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে পুনরুত্থানের সময় আমাদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সে আনন্দ আরও বহুগুণ বেড়ে যায় পরিবারের সদস্যদের সাথে তা উদযাপন করা হলে। অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতা পরেমেশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি আমাদের কখনও খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। অনেকে আছেন যারা নাকি বহু দিন ধরে পাপস্বীকার করেন না। একবার মনকে পরিবর্তন করে ক্রুশের নিচে এসে দেখুন স্বয়ং পুনরুত্থিত প্রভুযিশু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। পুনরুত্থান রবিবারের খ্রিস্টযাগে যোগদানের পর পরিবারের সকলেই সকলকে শুভেচ্ছা বিনিময় করা, পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ সহভাগিতা করা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর এরই মধ্যদিয়ে স্বয়ং পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের পারিবারিক আনন্দের কারণ ও অংশী হয়ে উঠেন।

পারিবারিক জীবনে সহভাগিতা

বর্তমান সময়ে আমরা মেশিনের মত কাজ করে নিজেদের ব্যস্ত সময় পার করি। পাড়া প্রতিবেশিদের, এমনকি নিজের পরিবারের সকল সদস্যের ভাল-মন্দের খোঁজ খবর নেয়ার ফুসরত সন্তানদের সময় দিয়ে, সন্তানেরা বাবা-মায়ের সাথে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অভাব-অভিযোগ পাই না। এটি ব্যক্তির দোষ নয়, বৈশ্বিক চাহিদা তবে এরই মাঝে আমাদের পরিবারের সকল সদস্যদের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগ সহভাগিতা করতে হবে। আর এই সময়তে সহভাগিতা করে পুনরুত্থানের পূর্ণ আনন্দ পরিবারের সাথে উপভোগ করা যায়।

পুনরুত্থানের আনন্দ হলো অপরিসীম আনন্দ। যা আমাদের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক সকল জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আসন্ন পুনরুত্থান আমাদের সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, সমৃদ্ধি ও অনেক অনেক আনন্দ। সবাইকে পাস্কা-রবিবারের তথা পুনরুত্থান পর্বের শুভেচ্ছা॥ ❑

লেখক: সহকারী শিক্ষক, সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়, বোর্ণী, নাটোর।

জীবনব্যাপী খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রভাব

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসব নতুন জীবন যাপন করতে, সত্য নিষ্ঠায় পথ চলতে আমাদের প্রেরণা দেয়। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা মানুষের জীবন থেকে দিন দিন নিবার্সিত হচেছ। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যেন প্রবল হয়ে উঠছে, যা উদ্বেগজনক। ন্যায্যতা আজ পদদলিত। স্বজনপ্রীতির জয় জয়াকার। তাই আমাদের খ্রিস্টের পুনরুত্থানের চেতনাকে বহমান রাখতে হবে। পুনরুত্থানকালের তাগিদ ও আত্মিক চিন্তাভাবনা কি? আমরা কিভাবে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন পথ চলতে পারি? আমরা কি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের চিন্তায় বিভোর? আমরা কি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের স্পর্শ পেয়েছি ? আমরা কি সত্যিই পুনরুত্থিত ব্যক্তি? লোকেরা কি আমাদের মধ্যে পুনরুত্থিত নব জীবন যাপন দেখতে পায় ? পরিবার থেকে নীতি-নৈতিকতা কি হারিয়ে গেছে ? জীবনব্যাপী পুনরুত্থানের প্রভাব ও পুনরুত্থানের চেতনা আমরা কতটা ধারণ করতে পেরেছি?

মৃত্যুর বাস্তবতা প্রকটভাবে অনুভূত - দৈনিক সংবাদপত্রে বিররণে

যেখানে অন্যায়- অন্যায্যতা সেখানেই যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন। পরিবারে, সমাজে ও দেশে বিশ্বের মধ্যে চলমান প্রতিহিংসা, ধ্বংসযজ্ঞ ও জীবন বিনাশ অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুর সত্যতা ব্যক্ত করছে। দৈনিক সংবাদপত্রের (প্রথম আলো) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : মেরে ধরে কী বার্তা দিচ্ছে সরকার, আমাদের জীবন ও সংস্কৃতি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে মানবতা কাঁদছে, ফিলিস্তিন, ঘরহারা মানুষের কাহিনী, গাজার পরিস্থিতি ভয়ানক, ইস্রায়েল গাজার বাসিন্দাদের জোর করে বাস্তুহারা করছে, পৃথিবী নামের মা কি তাদের আশ্রয় দিবে না, গুচ্ছগ্রামে দুর্বিষহ জীবন, রাজনৈতিক সহিংসতা, দোহাই, শিশু পোড়ানো রাজনীতির অবসান ঘটান, দুর্নীতি উৎসাহিত হয়, এমন শিথিল বিধি কেন, ২০০৮ থেকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী ১৯টি ব্যাংক থেকে ২৪টি বড় কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ৯২ হাজার কোটির বেশি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে, নিম্নমানের ছাপা, পাঠ্য বই নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার শেষ কোথায়?, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করা আবশ্যক, দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের অবনতি, নিয়োগে অনিয়ম ও অপচয় নিয়ে তদন্ত হোক, দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা হোক, নির্বাচনী সহিংসতা, নির্বাচন কমিশন নির্বিকার কেন, দলীয় সরকারের অধীনে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, মানুষকে মার খেতেই হবে, করিতে ধুলা দূর, জগৎ হলো ধূলায় ভরপুর,স্বার্থানেষী চক্রের হাতে দেশ জিম্মি, রাজনীতির গুণ, মিলে মিশে খুন, দুষ্কর্মের দায় এড়ানোর কুশলী চর্চা, দেশপ্রেমবর্জিত সাম্প্রতিক অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ড' জেদাজেদির রাজনীতিতে রসাতলে যাচ্ছে দেশ ইত্যাদি।

'মুক্তি' বিষয়ে বাইবেলীয় ও ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান

পাস্কা পার্বণে ইহদী জাতি স্মরণ করে মিশরীয় দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারের ঘটনা। মিশরীয়দের ৪৩০ বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশ্রুতি দেশে প্রবেশ করানো ছিল ঈশ্বরের সম্পাদিত মুক্তিদায়ী কাজ। পোপ ফ্রান্সিসের ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রায়শ্চিত্তকালের মূলসুর "মরু পথ দিয়ে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা" ও অনুধ্যান উদ্ধৃতি করা প্রয়োজনবোধ করি। "মিশর দেশে আমার আপন জাতির দুঃখ দুর্দশা কতখানি, তা আমি দেখেছি, তাদের কর্মকর্তাদের অত্যাচারে তারা যে কেমন ক্ষোভের হাহাকার করে থাকে, তাও শুনেছি আমি। হ্যাঁ, তাদের দুঃখ যন্ত্রণার কথা আমার জানাই আছে। তাই আমি মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য আমি নেমে এসেছি। এই দেশ থেকে তাদের নিয়ে যেতে চাই এমনই এক দেশে, যা বিস্তীর্ণ উর্বর, এমনই এক দেশে, যেখানে বয়ে চলে দুধ ও মধুর স্রোত" (যাত্রা ৩:৭-৮)। আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমিই তোমাকে মিশর দেশের বাইরে, দাসত্বের সেই বাসভূমির বাইরে নিয়ে এসেছি" (যাত্রা ২০:২)। The Exodus story challenges us to imitate God's attentiveness to the human cry.

আজও কত নিপীড়িত ভাই-বোনদের আর্তনাদ উর্ধ্বলোকে শোনা যায়। এসো আমরা প্রশ্ন করি: তাদের আর্তনাদ কি আমরা শুনতে পাই? সেই আর্তনাদ কি আমাদের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে? সেই আর্তনাদ কি আমাদের স্পর্শ করে? কিভাবে দুঃখী মানুষেরা কষ্টের যাত্রা থেকে স্বাধীনতার জগতে পর্দাপণ করতে পারে? প্রার্থনায় স্মরণ করি ফিলিস্টিনে গাজাবাসী ও আমাদের দেশে গার্মেন্স কারখানায় কর্মরত নির্যাতিত ভাইবোনদেরকে।

"ইয়াওয়ে ইস্রায়েল জাতির প্রভু, আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। এই হল তাঁর হুকুম: ইস্রায়েল জাতিকে ছেড়ে দাও, তারা যেন মরুভূমিতে গিয়ে আমার নামে একটা বলি উৎসর্গ করতে পারে"। কিন্তু ফারাও উত্তর দিলেন, "ইয়াওয়ে আবার কে, যার কথায় আমি ইস্রায়েল জাতিকে ছেড়ে দেব? আমি ইয়াওয়েকেও চিনি না, ইস্রায়েল জাতিকেও ছেড়ে দেব না। এর পর ফারাও ইস্রায়েলীয়দের ওপর আরো বেশি করে অত্যাচার করতে লাগলেন। *(যাত্রা ৫:১-২)*। ফারাও রাজার মত ঈশ্বর চান না যে, ইস্রায়েল জাতি সেই রাজার অধীনে প্রজা হয়ে থাকবে, বরং তিনি চান যেন আমরা তার পুত্র কন্যা হিসেবে থাকি। ফারাও রাজা তাদের স্বপ্ন প্রতিরোধ করছে। রাজা এমনভাবে জগতকে দেখছে, যেখানে মানব মর্যাদা পদদলিত হবে।

Where in our world today or in your life today, do you encounter "একগুঁয়েমি the intransigence of evil" (refusal to change one's views)? Is there anything that you would name as the "Pharaoh inside you"? পারিবারিক পালকীয় আমার হৃদয় কি জেদী হৃদয়? আমি যদি কাউকে ক্ষমা না করি তাহলে সে তো বন্ধি হয়ে থাকে। "যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধন"।

খ্রিস্টীয় পরিবার পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে উঠুক

খ্রিস্টের পুনরুত্থান একটি আহবান- একটি সুযোগ। পুনরুত্থানের বারতা তো স্বাধীন ও মুক্ত হওয়ার আহ্বান। পরিবারের মধ্যে আমাদের গড়ে তুলতে হবে ভালবাসা ও জীবনের সংস্কৃতি; ধ্বংস বা মৃত্যুর সংস্কৃতি নয়। খ্রিস্টের পুনরুত্থান পারিবারিক পালকীয় যত্ন নেবার তাগিদ দেয়। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন পথ চলতে হবে।

কয়েকটি সুনিদিষ্ট 'অশুভ দিক' যা পরিবারের অনুধ্যানের জন্য প্রণিধানযোগ্য তা হল - পরিবার সংকটের মুখে : প্রযুক্তি যুগে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অবনতি ও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটছে। পরকীয়া প্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক ছেলেমেয়েরা মাদকাসক্তিতে ভুগছে -অনেক পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি অবহেলা ও অযত্ন বাড়ছে। অনেক পরিবার যেন বিশ্বাসবিহীন ও ঈশ্বর বিহিন পরিবার। অনৈতিক জীবনযাপনের জন্য খ্রিস্টীয় বিশ্বাস হস্তান্তরিত হয় না। "তোমরা নিজেদের যাচাই করেই দেখ! তোমরা সতিই খ্রিস্টবিশ্বাসীর মতো দিন কাটাচ্ছ কিনা! *(২ করি ১৩:৫)*

একটু ভেবে দেখা জরুরী দায়িত্বশীল পিতা মাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কিনা!

ঐশজনগণই খ্রিস্টের পুনরুত্থানের বড় প্রমাণ

"আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন তাহলে, আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন!" *(১ করি ১৫: ১৪)*। খ্রিস্ট যে পুনরুত্থিত হয়েছেন তাঁর বড় প্রমাণ হলো বিশ্বে ঐশজনগণের উপস্থিতি। বিশ্বে কাথলিক জনসংখ্যা প্রায় ১৩৭ কোটি ৫ লক্ষ। বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশে ৪,২০,৯২৩ জন খ্রিস্টভক্ত (ঢাকা ৮০,৯৮২জন, চট্রগ্রাম ৩৩,৮০১জন, দিনাজপুর ৭৩,০১২ জন, খুলনা ৩৬,৬৮৩ জন, ময়মনসিংহ ৮৪,৭১৯ জন, রাজশাহী ৭২,৭৯৪ জন, সিলেট ১৯,৩৬৫জন, বরিশাল ১৯,৫৬৭ জন) রয়েছেন যারা পুনরুত্থিত খ্রিস্টবিশ্বাসে জীবন যাপন করছেন। বাংলাদেশে ৪৫৪ জন পুরোহিত (২৬৮ জন ধর্মপ্রদেশীয় ১৮৬ জন রিলিজিয়াস, ব্রাদার ১২৪ জন, সিস্টার ১,১৩২ জন (তথ্য : কাথলিক ডিরেক্টরী ২০২৩ খ্রি:)। সারা বিশ্বে প্রায় ৫,৩৪০ জন বিশপ আছেন। যাজক ৪ লাখ ৭ হাজার ৮৭২ জন। বাংলাদেশে ৩৫টি রিলিজিয়াস কংগ্রিগেশন (পুরোহিত ও সিস্টার সংঘ) পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের গল্প বলে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে।

উপসংহার

আসুন আমরা খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের চেতনায় পুনরুত্থান উৎসব পালন করি। নতুন চেতনায় উদ্দীপিত হই। আমরা কিভাবে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন পথ চলতে পারি সে বিষয়ে বাইবেলে সাধু পলের বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। "তোমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন তোমরা সেই সব কিছু পেতে চেষ্টা কর, যা রয়েছে উর্ধ্বলোকে। তোমাদের মনটা সর্বদাই ভরে থাকুক ওই উর্ধ্বলোকের যা কিছু, তারই চিন্তায়; যা কিছু এই মর্তলোকের, তার চিন্তায় নয়" *(কলসীয় ৩:১)*। পুনরুত্থানের চেতনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মপ্রেরণা হয়ে ওঠুক। পুনরুত্থান উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে সকলের হৃদয়-মনে এই প্রতিজ্ঞা হোক যে, আমরা খ্রিস্টীয় আচরণ করব। যখন আমরা একত্রে ন্যায্যতা, শান্তি, পুনর্মিলন ও মানব উন্নয়নের কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখব তখনই আমরা পুনরুত্থিত যিশুর কার্য সম্পাদনের যন্ত্র হয়ে উঠব। আমাদের চিন্তা চেতনায় পরিশুদ্ধতা অর্জন করি। মনের সংকীর্ণতা দূর করি। দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করি। নৈতিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ হই॥ ❑

লেখক: পাল পুরোহিত, সাতক্ষীরা ধর্মপল্লী
সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর নিয়মিত লেখক।

নিস্তার উৎসব: মানব জাতির ...

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন" *(যোহন ৩: ১৬ পদ)*। সত্যিই প্রভু যিশু এই জগতে এসে নিজের জীবন পাপী মানুষের রক্ষার্থে উৎসর্গ করেছেন। তিনি যাতনাভোগ করলেন, তিনি কবরস্থ হলেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন। অর্থাৎ ক্রুশ কাষ্ঠের উপর নিজেকে সঁপে দিয়েছেন সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে, পাপী মানুষের মুক্তি সাধন করার স্বার্থে। এভাবেই তিনি নিজ জীবন দানের মধ্যদিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন ও পরিত্রাণ দিয়েছেন।

উপসংহার: নিস্তার পর্ব বা উদ্ধার পর্ব শুধু মাত্র পর্ব বা উৎসব নয় বরং এটি একটি ঈশ্বরের মহান সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত গোটা মানব জাতির মুক্তি বা পরিত্রাণের ইতিহাস। মেষশাবকের রক্তে মনোনীত ইস্রায়েল জাতি দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, শোষণ, অন্যায়-অত্যাচার, দুর্দশা তথা মিশরীয় দাসত্ব থেকে রক্ষা পেয়েছে। অপরদিকে, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুণ্য রক্তে সমগ্র মানব জাতি পাপের দুরাবস্থা থেকে রক্ষা পেয়ে মুক্তি স্বাদ আস্বাদন করেছে। সুতরাং বলা যায়, মানব জাতির মুক্তির ইতিহাস প্রভু যিশুখ্রিস্টে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই পর্ব সকলকে আহ্বান করে পাপের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা, অন্ধকার থেকে আলোর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য। নিস্তার উৎসব তখনই মনে-প্রাণে ধারণ করতে পারবো যখন খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হয়ে মন্দতার বেড়াজাল ও পাপের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। আসুন পুনরুত্থিত যিশুর আলোয় আলোকিত হই এবং একে অপরকে আলোকিত করি।

তথ্য সূত্র: কুজুর, বিকাশ: "পাস্কা ও বিশ্বাস", দীপ্ত সাক্ষ্য, ১ম সংখ্যা,
পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ঢাকা, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ। ❑

মানব-সন্তানের অপেক্ষা

নোয়েল গমেজ

ক্রুশ থেকে নেমে,
আসবে যখন তুমি সবার মাঝে।
হে যিশু তখন তুমি,
আলোকিত করবে
সবার হৃদয় ও মন।
পাপময় সবার জীবনে,
নিয়ে আসবে
সবার জন্য সুন্দর সকাল।
পাখীরা গান গেয়ে,
উঁড়ে যাবে বিশাল,
নীল আকাশে।
নদীর কুল-কুল শব্দে,
ভরে যাবে মাঝির মন।
সেই মাঝির নৌকাতে থাকবে-
দুঃখের দু'টি মানুষ
তাদের চিন্তা-ভাবনা হবে,
সবাইকে নিয়ে।
তাদের প্রার্থনা হবে শুধু,
মানব-সন্তানের যাতনা-ভোগ,
এবং মানব-সন্তানের সেই অপেক্ষা,
যা মানুষ মনে রাখবে, চিরকাল-চিরকাল॥

যখন আমি একা

ক্ষুদীরাম দাস

যখন আমি একা
তখন আমি শূন্য
ভাবি চারিদিকে সবই ফাঁকা।

আমি সবই হারিয়েছি
অথবা কিছুই আমার ছিলো না
দুঃখ রাশি রাশি।

কষ্ট আমার নিত্যসঙ্গী
আমি যেন হাহাকারের বাসিন্দা
আমি তখন শেকলে বন্দী।

চারিদিকে মানুষ শত শত
তবুও আমার যেন নেই কেউ
আমি তখন জীবনমৃত।

ভালোবাসার কাঙ্গাল আমার নিঃশ্বাসে
জানি, কেউ নয় আমার
আমার জন্যে কার কী যায় আসে।

পৃথিবীর এককোণে
আমি এখন দাঁড়িয়ে রইলাম
শুধু স্রষ্টাই আমার স্মরণে।

পৃথিবীর আলো হে খ্রিষ্ট প্রভু

কথা, সুর ও স্বরলিপি: ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

পৃথিবীর আলো হে খ্রিষ্ট প্রভু
আমাদের এ- জগৎ আলোকিত করো।
তোমার পুনরুত্থানের আশিসে
আমাদের এ প্রাণ পুণ্য আলোয় ভরো।

১। আঁধারে আঁধারে যত ছিল ভীতি ভয়
তোমার পরশে সবই দুরীভূত হয়।
মুক্তির ইতিহাস তুমিইতো গড়ো
তোমার দয়ায় মোদের মুক্ত করো।

২। তুমিইতো খুলে দাও অনন্ত জীবন
তোমার অশিসে গড়ো নতুন মন।
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু দেখাও মোদের পথ
আজীবন থাকি যেন ন্যায়বান ও সৎ॥

II	দা দা দা পা	মা জ্ঞা সা া	সা ণ্া দ্া ণ্া	সা া া া	
	পৃ থি বীর্ আ	লো ০ হে ০	খ্রি ০ ষ্ট প্র	ভু ০ ০ ০	II
	সা জ্ঞা মা দা	ণা া ণা া	র্সা র্সা ণা দা	র্সা া র্সা া	
	আ মা দের্ এ	জ ০ গ ৎ	আ লো কি ত	ক ০ রো ০	
	র্সা র্সা া র্সা	র্সা া র্সা া	ণা র্সা ণা দা	মা া মা া	
	তো মা র্ পু	ন ০ রু ০	খ্বা র নের্ আ	শি ০ সে ০	
	জ্ঞা মা দা ণা	র্সা া া া	র্জ্ঞা া র্সা ণা	ণা া া ণা	
	আ মা দের্ এ	প্রা ০ ০ ণ	পু ০ ণ্য আ	লো ০ য়্০ ভ	
	দা া া া	া া া া	II		
	রো ০ ০ ০	০ ০ ০ ০			
II	দা দা দা দা	দা দা দা দা	ণা দা পা মা	জ্ঞা া া া	
	আঁ ধা রে আঁ	ধা রে য ত	ছি ল ভী তি	ভ ০ ০ য়্	
	জ্ঞা ণা া ণা	ণা ণা ণা ণা	র্সা র্সা ণা ণা	দা া া া	
	তো মা র্ প	র শে সব্ ই	দূ রী ভূ ত	হ ০ ০ য়্	
	র্সা া র্সা া	র্সা র্সা র্সা া	ণা ণা দা ণা	ণা র্সা া া	
	মু ক্ তি র্	ই তি হা স্	তু মি ই তো	গ ড়ো ০ ০	
	দা দা া দা	পা া মা জ্ঞা	মা া ণা পা	দা া া া	II
	তো মা র্ দ	য়া য়্ মো দের্	মু ক্ ক্ত ক	রো ০ ০ ০	
II	সা সা জ্ঞা জ্ঞা	মা মা মা া	দা দা ণা ণা	দা া া া	
	তু মি ই তো	খু লে দা ও	অ নন্ ত জী	ব ০ ০ ন্	
	দা ণা া ণা	ণা া ণা া	র্সা র্সা ণা ণা	দা া া া	
	তো মা র্ আ	শি ০ সে ০	গ ড়ো ন তুন্	ম ০ ০ ন্	
	র্সা া র্সা া	র্সা র্সা র্সা র্সা	ণা ণা দা ণা	র্সা া া া	
	মৃ ০ ত্যু ন্	জ য়ী প্র ভু	দে খাও মো দের্	প ০ ০ থ্	
	ণা ণা ণা া	ণা ণা ণা ণা	র্সা র্সা ণা ণা	দা া া া	IIII
	আ জী ব ন্	থা কি যে ন	ন্যা য় বান্ ও	স ০ ০ ৎ	

‘ভালোবাসার পূর্ণতা পুনরুত্থান’

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

“ভালোবেসে তুমি এসেছো পৃথিবীতে। ক্রুশের উপর জীবন দিয়ে, প্রমাণ করেছ কত ভালোবেসেছিলে এ জগতকে। তোমার ভালোবাসায় ছিল না কোন খাত, জীবন ও যৌবন ত্যাগ করে, পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছ নীরবে। তোমার ভালোবাসা পূর্ণতা পেয়েছে, মৃত্যুর তিন দিন পরে পুনরুত্থানে”।

“পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করে দিয়েছেন, যাতে, যে-কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন। পরমেশ্বর জগৎকে দণ্ডিত করতে তাঁর পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি; পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারা জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে’ (যোহন ৩:১৬ পদ)। ঈশ্বর, তাঁর ভালবাসার মানুষদের রক্ষার জন্যই, তাঁর প্রিয় পুত্রকে ভালবেসে এ জগতে পাঠিয়েছেন। পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিফলই যিশুর আগমন। যিশুর আগমন মানুষের সেবা করার জন্য। পিতার ইচ্ছা পালন করে যিশু মেষশাবকের মতন নিজেকে বলি দিয়েছেন। যিশুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসায় আমাদের হৃদয় সঞ্চারিত হয়ে আমরা পবিত্র আত্মায় ও যিশুর ভালাবাসায় ঐশসন্তান হবার যোগ্যতা অর্জন করেছি। সেই পবিত্র আত্মা ও যিশুর ভালবাসায় আমাদের অন্তরে বিরাজমান, এই আত্মাই আমাদের প্রতিবেশিদের ও খ্রিস্টকে ভালাবাসতে ও অনুকরণ করতে প্রেরণা, সাহস জুগিয়ে থাকেন। আমরা তাই ঈশ্বরে স্থির থাকতে পারি। ঈশ্বর ও ভাই-বোনদের ভালবাসতে পারি। পারি জীবনের দুঃখ, বেদনাকে গ্রহণ করতে, বিজয়ী হতে। আমরা পেরেছি খ্রিস্টের গৌরবের মহিমা লাভ করতে ও খ্রিস্টের পুনরুত্থানের অংশীদার হতে। আমাদের যোগ্যতার চাইতেও বেশি পেয়েছি যিশুর ভালাবাসার কারণে। তাই টমাস ফুলার এর মতে “ভালোবাসা পাওয়ার চাইতে ভালোবাসা দেয়াতেই বেশি আনন্দ”। মুক্তিদান খ্রিস্ট ভালবেসেই নিজের প্রাণ ক্রুশে দিয়ে আমাদের জন্য মুক্তি এনেছেন ও স্বর্গে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। খ্রিস্টের দেখানো পথেই আমরা চলছি, তার পুনরুত্থানের কৃপা পাওয়ার জন্য। হুমায়ূন আহমেদ বলেছেন,“ভালোবাসার জন্যে অনন্তকালের প্রয়োজন নেই, একটি মুহূর্তই যথেষ্ট’। যিশুর পিতা ইচ্ছা পালন করে ক্রুশের উপর নীরবে প্রাণ ত্যাগ করে তারই প্রমাণ দিয়েছেন। যিশু নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ভালাবাসাতেই জীবন, ভালবাসাতেই আনন্দ ও ভালবাসাতেই মুক্তি বা পরিত্রাণ।

‘ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু,ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য্য” *(১ করিন্থীয় ১৩: ৪- ৭)*। সাধু পল বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, ভালবাসা সব কিছুরই উর্ধ্বে। ভালবাসা কখনই অন্যের ক্ষতি করতে পারে না, অন্যের অমঙ্গল করতে পারে না, পারে না অন্যদের ক্রুশে দিতে। কারণ ভালবাসার মধ্যে আছে আশা-প্রেম, ক্ষমা, অন্যের মঙ্গলকামনা, অপরকে আনন্দ দেওয়া, ভাল পরামর্শ দেওয়া, স্বপ্ন দেখান, নতুন জীবন দেওয়া। কারণ ‘ভালবাসার মৃত্যু নেই’*(১ম করিন্থীয় ১৩: ৮ পদ)*। ভালবাসায় আছে জীবন, প্রাণ ও আধাত্মিক জীবন স্বার্থ। খ্রিস্টই ভালবাসার উৎস। তিনিই ভালবাসা। ঈশ্বরের দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ‘ভালবাসা’। আমাদের অন্তরে খ্রিস্টের ভালবাসা বিরাজমান। আমরা যখন অন্তর দিয়ে নিজেকে ও অন্যদের ভালবাসি, তখনই খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন ও আমরা খ্রিস্টের মধ্যে থাকি।

‘তোমরা ভালবাসার পথে এগিয়ে চল খ্রিস্টেরই মতো; তিনি তো আমাদের ভালবেসেছেন: তিনি তো আমাদেরই জন্যে নিজেকে সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে পরমেশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছেন’*(এফেসীয় ৫:২ পদ)*। খ্রিস্ট আমাদের আদর্শ, যিনি সর্বদা ভালবাসার পথে চলতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন ও ভালবাসতে গিয়ে কি ভাবে, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা এমন কী মৃত্যুকেও বরণ করতে শিক্ষা দেন। প্রতিবেশি ভাই-বোনদের কী ভাবে ভালবাসতে হবে, তাও তিনি আমাদের গ্রহণ করার জন্য আত্মিক ও মানসিক শক্তি দান করে থাকেন। খ্রিস্ট আমাদের গুরু, যিনি নিজের জীবন দিয়ে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়েছেন যে, আমরা ভালবাসার মধ্যদিয়ে মৃত্যুর জয় করতে পারি। খ্রিস্ট আমাদের ভালবেসে নিজেকে দান করেছেন। প্রতিবেশি ভাই-বোনদের ভালবাসা ছাড়া খ্রিস্টকে ভালবাসা যায় না। খ্রিস্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা পূর্ণতা পায় অন্যদের প্রতি ভালবাসার দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে।

‘আমার আদেশ হল এই; আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে। বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই’*(যোহন ১৫:১২-১৩ পদ)*। খ্রিস্ট শুধু আমাদের ধর্মগুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের আদর্শ শিক্ষক। তিনি অন্যদের

ভালবাসতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, অন্যদের কষ্ট-দুঃখ, ভাল-মন্দ, অন্যদের পাশে ও সাথে থেকে, অর্থাৎ সুখে-দুঃখে অন্যের সহমর্মী হওয়াই হল সত্যিকারের ভালবাসা। এই ভালবাসা জীবনের ঘটমান সবকিছু গ্রহণ ও বরণ করার মধ্যদিয়ে পরিপূর্ণতা ও আনন্দ লাভ করতে সাহায্য করে। একজন মা অতি কষ্ট করে একটি সন্তানকে জন্ম দিয়ে থাকেন। মা তার ভালবাসার কারণে পারেন সকল ব্যাথা, বেদনা ও কষ্টকে ভুলে দিয়ে একমাত্র ভালবাসায় সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। একমাত্র ভালবাসাই পারে সবকিছুই জয় করতে। ব্যর্থতা, পরাজয়, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে গৌরব অর্জন করতে। ভালবাসার মধ্যেই জয়-পরাজয়। ভালবাসার মধ্যেই গৌরব। ভালবাসার মধ্যেই পুনরুত্থান। ভালবাসার মধ্যেই জীবন। ভালবাসা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।

'সবচেয়ে বড় কথা, পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাস, কেন না ভালবাসা যে অসংখ্য পাপের ওপর টেনে দেয় ক্ষমার আবরণ। কোন রকম অনুযোগ না করেই তোমরা পরস্পরকে আতিথ্য দান কর। প্রত্যেকে যে যেমন আধ্যাত্মিক শক্তি পেয়েছ, তা দিয়েই তোমরা একে অন্যের সেবা কর; এই তো পরমেশ্বরের বিচিত্র দান সম্পদের সুযোগ্য ভারপ্রাপ্ত মানুষের কাজ' *(১ পিতর ৪: ৮- ১০)*। যিশু ক্রুশের উপরে মরণ-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি শত্রুদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা দেখিয়ে বলেছেন, "পিতা ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না'*(লুক ২৩:৩৪)*। যিশুর হৃদয়ের প্রকৃত ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই মহান ক্ষমার বাণীর মধ্যদিয়ে। পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই যে, তিনি বিচার করা বা দণ্ড দেওয়া থেকে বিরত থেকে ভালবাসা ও ক্ষমার কথা বারবার বলেছেন।'তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলে আমার কাছে এসো: আমি তোমাদের আরাম দেব! তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা; কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয় আমি। দেখো তোমরা পাবে প্রাণের আরাম, কেন না জোয়াল আমার সুবহ, বোঝা-ও আমার লঘুভার'*(মথি ১১: ২৮ ২৯)*। "পরের বিচার করতে যেয়ো না, যাতে তোমাদের নিজেদেরই বিচারে দাঁড়াতে না হয়'*(মথি ৭:১)*। যিশুর নীতিই ছিল বিচার না করা, বরং ভালবাসা ও ক্ষমা। মাদার তেরেসা, তাঁর প্রার্থনার খাতায় লিখে যান, 'হে ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দিন এই মানুষগুলোর জীবনের আলো হয়ে ওঠতে, যেন আমি তাদের অন্তর তোমার দিকে ফেরাতে পারি'। তিনি আরও বলেছেন যে, 'আমরা যদি মানুষের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকি, তাহলে কখনো ভালবাসতে পারব না'। মাদার তেরেসার এই মহৎ বাণীর মধ্যদিয়ে সত্যিকারের ভালবাসা ফুটে উঠেছে। তিনি ভালাবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করেছেন, মানুষের মধ্যে যিশুকে খুঁজে পেয়েছেন ও মানুষদের ঈশ্বরের ভালবাসা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

যিশুই ভালবাসা। পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা যিশু ভালবাসা দিয়ে পালন করেছেন। যিশুর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন ক্রুশের উপর প্রাণ দেওয়ার মধ্যদিয়ে। আমরা অবাক হই এই ভেবে যে, যিশু খ্রিস্ট ঘৃণা-অপমান, চাবুক- চাপড় ও মাথায় কাঁটার মুকুট, ক্রুশ বহন সবকিছুর মধ্যে ছিল তাঁর ভালবাসা ও পিতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা। এই অসহনীয় যাতনাভোগ ও মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গণ করেই বিজয় অর্জন করলেন যিশু। যিশুর এ অর্জনের পিছনে ছিলো তাঁর গভীর ভালবাসা। তিনি সবকিছু ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ ও বরণ করে নিয়ে এক মহান আদর্শ স্থাপন করেছেন। উত্তম কুমার বলেছেন যে, 'মানুষের জন্য রক্ত দিলে, মানুষ মারা যায় না'। আমাদের মুক্তিদাতা যিশু, ক্রুশের উপর রক্ত দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। যিশুর রক্ত, শুধু রক্ত ছিল না, যিশুর রক্ত হল ভালবাসা ও ভালবাসার চিহ্ন। কারণ তিনি নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে মানব জাতির মুক্তি এনেছেন। তাঁর এ রক্ত কোন দিন বৃথা যেতে পারে না। যিশুর এ রক্তের গুণে আমাদের মুক্তি ও পরিত্রাণ। তিনি পুনরুত্থান করে মানব জাতিকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন ও খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের পুনরুত্থিত করেছেন। তাই যিশুই ভালাবসা, তিনিই পুনরুত্থান ও জীবন।

পরিশেষে বলতে পারি যে, ভালবাসাই খ্রিস্টীয় জীবনের পরিচয়। কারণ পিতা ঈশ্বর মানুষকে ভালবেসে ও পাপের পথ থেকে রক্ষার জন্য তাঁর প্রিয় পুত্রকে পাঠান। তাই যিশুর জীবনের বড় মন্ত্রই ছিল সকলকে ভালবাসা। তিনি ক্রুশের উপর প্রাণ দিয়ে ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছেন। যিশুর এই ভালাসার গুণে মৃত্যুর তিনদিন পর পুনরুত্থিত হয়েছেন ও আমাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছেন। আমরা যিশুর ভালবাসার পথে চলছি ও যিশুর ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার হওয়ার চল্লিশ দিন ধরে বিশেষ প্রার্থনা, উপবাস ও দানের মধ্যদিয়ে জীবন পথে এগিয়ে চলছি।' ভালবাসায় নাই কোন দুঃখ-কষ্ট, আছে শুধু ভালবাসা। যদি থাকে হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসা, কোন কিছু আসে না বাঁধা মিটাতে জীবনের আশা। খ্রিস্ট ভালবাসার গুণে দিয়েছেন ক্রুশে প্রাণ, এনেছেন নতুন জীবন। ভালবাসায় হয়েছে যিশু পুনরুত্থিত মানবের জন্য এ ধরায়'।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে,'ঐশবাণী- ধ্যান', মঙ্গলবার্তা,'ভস্ম থেকে পুনরুত্থান তপস্যাকালীন ধ্যান'(কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি), 'উপাসনা-সহায়ক' প্রার্থনা বই, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট॥ ❑

লেখক: হলিক্রস ব্রাদার
প্রধান শিক্ষক
ডন বস্কো উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান

আলো

উইলিয়াম রনি গমেজ

একটু আলোর প্রয়োজন
এই তিমির অন্ধকার নিশীথে
একটু আলোর প্রয়োজন।
বিক্ষুব্ধ জলরাশি; কূলহীন;
দিক-ভ্রান্ত নাবিক
একটু আলোর প্রয়োজন।
অশান্ত পৃথিবী, যুদ্ধ-সহিংসতা
বিপরীতে নির্মল আনন্দ, নিরন্তর সজীব ভালোবাসা
একটু আলোর প্রয়োজন।
নশ্বর ধরনী; অগণিত মানুষের আর্তনাদ
তৃষ্ণিত লক্ষ মানবের হাহাকার-
একটু আলোর প্রয়োজন।
আগামী দিনের অনাগত শিশুর জন্য
তেপান্তর জোড়া অবারিত সবুজ মাঠ
নিঃস্বার্থ প্রেম ও ভালোবাসা
একটু আলোর প্রয়োজন।
এই আলো- সেই আলো
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টরাজ;
তোমার অলৌকিক ধ্রুব আলোয়
উদ্ভাসিত হোক আগামী সময়ের প্রান্তর॥

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৪
৩১ মার্চ - ৬ এপ্রিল ১৭ - ২৩ চৈত্র ১৪৩০

গৌরবময় পথচলার
৮৪ বছর

সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলীতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্ব

রীতা রোজলীন কস্তা

সিনোডাল যাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আন্দোলন যে আন্দোলনে বলা হয়েছে বিশ্বাসের পথে একত্রে যাত্রা করতে, একে অন্যের কথা শুনতে,পরস্পরকে বুঝতে ও ভালোবাসতে। সিনড্ আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিলো এক নবধারার জীবনের প্রবর্তন। যে জীবন ধারা হবে মিলনধর্মী মণ্ডলীর- ঐক্য প্রচেষ্টা বাড়িয়ে, অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ও প্রেরণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সকলকেই এই যাত্রায় যুক্ত করেছেন এই যাত্রায় নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু, যুব, প্রতিবন্ধী, ব্রতধারী, ব্রতধারিণী সকলেই অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন, বাদ পড়েননি কেউই। বিশেষ এই যাত্রায় যেখানে সকলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মিলনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে নারীর অংশগ্রহণ পেয়েছে ভিন্ন এক মাত্রা, কারণ নারী ও পুরুষ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। আবহমান কাল থেকে নারী ও পুরুষের হাত ধরেই পৃথিবী সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার এই অগ্রযাত্রায় নারীর অবদান কোন অংশে কম নয়। সেইরূপ আমাদের মণ্ডলী বিনির্মাণেও নারীর রয়েছে অনন্য অবদান। নারীর এই অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে সিনোডাল যাত্রায় সকল ধাপে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হয়েছে, নারীর কথা বিশেষভাবে শোনা হয়েছে। বিশ্বের সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী দেশগুলোতে একযোগে পরিচালিত হয়েছে এই যাত্রা এবং এই যাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ, অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য।

সিনডের আলোচনা পর্বের বিভিন্ন ধাপে যা শুরু হয়েছে অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সেখানে (মহাদেশীয়, জাতীয়, ডায়োসিস, অঞ্চল, প্যারিশ) দায়িত্বপালনকারী কমিটিগুলোর সদস্য হিসাবে সিনডের সুপারিশ বাস্তবায়ন পর্বে নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তবে বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে নারীর বেদনা ও কষ্টের কথা। যে মাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ হওয়ার কথা ছিলো সেই ভাবে নারীর অংশগ্রহণ হয়নি সকল পর্যায়ে। আলোচনায় আরো এসেছে যে, নারীরা মণ্ডলীতে ও সমাজে বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারছে না পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে। নারীরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং নারীকে এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। বিশপদের সিনড, ১৬ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ভাটিকানে ৪-২৯ অক্টোবর ২০২৩ এবং সেখানে মোট ৪৫০ জন এর বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলো এবং সাধারণ কাথলিকেরা প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে ভোট দিতে পেরেছেন ৩৬৩ জন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই ধর্মসভায় ৮২ জন নারী অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। এশীয় মহাদেশীয় পর্যায়ে যে আলোচনা হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ থেকে একজন নারী অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে সেক্রেটারীর ভূমিকা পালন করেছেন। যেসকল নারীরা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন তারা শুধু নিজেদের দেশের নারীদের বিষয়ে এবং তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে কথা বলেননি বরং তারা বিভিন্ন বিষয়ে যেমন উপাসনা, পরিবার, যুবদের নিয়েও কথা বলেছেন। তারা সেখানে তুলে ধরেছেন যে, তারা চার্চে সকল কিছুতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে চান, কাঠামোতে পরিবর্তন চান যেন তারা আরও ন্যায়সংগত অবদান সেখানে রাখতে পারেন। তারা নারীদের অধিকার রক্ষায় সকলকে সহযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান কারণ এখনও বিশ্বের অনেক অংশে নারীরা কঠিন নির্মমতার শিকার হচ্ছেন। বিশ্বের প্রায় সকল অংশেই নারীদের দায়িত্ব ও নেতৃত্বের ভূমিকা থেকে বিরত রাখা হয় এবং মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে।

সামগ্রিকভাবে নারীরা সমাজে, মণ্ডলীতে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করলেও তাদের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ রয়েছে। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতেও আমরা দেখি একই চিত্র, বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীতে অন্যান্য দেশের মতই অনাভিষিক্ত সেবাকাজে নারীর অংশগ্রহণ বেশি, যেমন বাণীপ্রচার, ধর্মশিক্ষাদান, উপাসনায় অংশগ্রহণ ও পরিচালনা, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন সেবামূলক কাজ, ইত্যাদি সব কিছুতেই নারীরা জড়িত। শুধু জড়িত নয় এই সকল কাজে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ বেশি থাকে। কিন্তু মণ্ডলীর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অতি নগণ্য যা নারীর ক্ষমতায়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু আমরা নারীরা এই চিত্রটি পাল্টাতে চাই এবং এই জন্য সকলের সহায়তায় মিলনের মাধ্যমে, সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা আমরা আমাদের প্রেরণ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করবো এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই। আমাদের দেশের এবং এশীয় মহাদেশীয় সমাবেশে যে বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে নারীরা বিশেষভাবে ভাবতে পারে ও অবদান রাখতে পারে যার মাধ্যমে নারীরা তাদের উপর অর্পিত প্রেরণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। আর এই প্রেরণ দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা মণ্ডলীর ও সমাজের সকল কাজে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলোকে সামনে রাখতে পারি যেমন:

- একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো খ্রিস্টমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজে ও মণ্ডলীতে নারীদের মর্যাদা ও ভূমিকা এবং অন্যদের প্রতি তাদের বিশেষ সেবা প্রদানের বিষয়টি প্রচার করা।
- মণ্ডলীতে নারীদের সুন্দর, শান্তিপূর্ণ, সৃজনশীল ও সংঘবদ্ধ উন্নয়ন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা ও সচেতন করা।
- মণ্ডলীতে নারীর বঞ্চনা ও কষ্টগুলোর উপর সংবেদনশীল হয়ে নারীদের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া ।

এছাড়াও বিশেষভাবে সিনোড আলোচনায় বিভিন্ন ধাপে প্রাধান্য পেয়েছে যে বিষয়গুলো, সেগুলো নিয়ে নারীরা বিশেষভাবে কাজ করতে পারে ও প্রেরণে অবদান রাখতে পারে যেমন, **গঠন এর বিষয়ে:** পরিবারে শিশুরা যেন জীবনের শুরু থেকে ধর্মশিক্ষা, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় দৃঢ় হতে পারে, ভক্তজনগণ সকলে যেন সিনোডাল ধারার আলোকে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে এবং সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। **সকলকে অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে:** নারী, প্রতিবন্ধি, সুবিধা

বঞ্চিত, অবহেলিত সকলেই যেন একই তাবুর নীচে ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে আশ্রয় পায় তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করা। **জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়ে:** শুধু অর্থনৈতিক বিষয়ে নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। **উপাসনা ও প্রার্থনার বিষয়ে:** এ বিষয়ে নারীরা বিশেষ ভূমিকা রাখবে যেন প্রত্যেকে নিজের একটি পবিত্র ও নিরাপদ জায়গা খুঁজে পায় যেখানে সে নিজেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে খুঁজে পেতে পারে। পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে: সৃষ্টির যত্নে যেন সকলে দায়িত্বশীল হয় এবং নিজ পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা, প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন ও রক্ষায় সকলকে সচেতন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা। **মিশনারী শিষ্য হিসাবে:** কিভাবে যিশুর শিষ্য হয়ে যিশুকে অন্যদের আরও কাছাকাছি আনা যায় এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে অন্যদের কাছে খ্রিস্টের আদর্শ তুলে ধরার মাধ্যমে প্রেরণ দায়িত্ব পালন করা। তবে নারীদের এই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের সক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে যেন তারা উপযুক্তভাবে এই সকল দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে সিনডের এই যাত্রায় আরও সক্রিয় ও সাবলীল ভূমিকা রাখেতে পারেন। এইজন্য আমাদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নিতে হবে:

১. সিনডের আলোচিত ও প্রাধান্যের বিষয়গুলো নিয়ে এবং মঙ্গলবাণী ও মণ্ডলীর শিক্ষার আলোকে নতুন প্রক্রিয়ায় মিলনসমাজ গড়ার লক্ষ্যে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২. পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ও কাঠামো কিভাবে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার লঙ্ঘন করে সে সম্বন্ধে নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন করা।

৩. সমাজে ও মণ্ডলীতে নারীদের যে অবদান আছে সে সম্বন্ধে অবগত হওয়া ও স্বীকৃতি দেওয়া ও নারীর কাজে সহযোগিতা করা।

৪. পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে তা চিহ্নিত করা ও স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিবার, সমাজে ও মণ্ডলীতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া।

৬. মণ্ডলীর সকল প্রৈরিতিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করা।

৭. মণ্ডলীর বিভিন্ন পালকীয় ও প্রশাসনিক পরিষদে নারীদের সদস্যপদ নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও বেশি সংখ্যক নারীকে কাঠামোগতভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে যেকোন কার্যক্রমকে আরও অনেক বেশি গতিশীল, কার্যকরী ও সম্ভাবনাময়, সুরক্ষিত ও বৈচিত্রপূর্ণ করা সম্ভব হবে সেজন্য আরও বেশি সংখ্যক নারীকে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটিতে সদস্যপদ দিয়ে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ করে দেয়া।

৮. মণ্ডলীতে অনেক নারী রয়েছে যারা স্বেচ্ছাশ্রম ও সেবা দিতে আগ্রহী কিন্তু যথেষ্ট সুযোগ না পাওয়ার ও যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নের অভাবে অংশগ্রহণ ও সেবা দিতে পারেন না। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করে মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা এবং এই স্বেচ্ছাশ্রম ও সেবা প্রদানের জন্য তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদান করা।

৯. অনেক নারীই আছে যারা সুযোগ পেলে তাদের বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা-দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সফলতা প্রমাণ করতে পারবে। তাদের উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে যেন তারা যোগ্য ও দক্ষ হয়ে নিজেদের সেই পদের জন্য প্রস্তুত করতে পারে। নারীদের সক্ষমতা বিবেচনা করে তাদের জন্য বিভিন্ন কাজের সুযোগ করে দিতে হবে এবং ফোরাম ও নানা কার্যক্রমে যুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। নেতৃত্বে যেন তারা আসতে পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি আমরা নারীদের জন্য করতে সক্ষম হই তাহলে আমরা অবশ্যই জানি যে মণ্ডলীর যে কোন প্রয়োজনে নারীরা তাদের সহায়তা প্রদানে সদা তৎপর সেইসাথে তারা তাদের প্রেরণ দায়িত্ব পালনেও কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন। নারী অভিষিক্ত যাজক হয়ে মণ্ডলীতে অবদান রাখার সুযোগ না পেলেও নারী তার রাজকীয়, যাজকীয়, প্রাবক্তিক ভূমিকা নিয়মিত পালন করে যাচ্ছেন। পুণ্যপিতা আমাদের নারীদের সিনড সভায় অর্ন্তভুক্ত করে আমাদের পবিত্র স্থানে থেকে আমাদের নিজেদের কথা শোনাবার ও সহভাগিতা করার সুযোগ করে দিয়েছেন, আমরা আশা করি এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং সকলে মিলে একত্রে যাত্রা করে আমরা এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিব এবং গড়ে তুলব এক নতুন আলোকিত পৃথিবী॥ ❑

লেখক: কনসালটেন্ট, এনজিও সংক্রান্ত সমন্বয়কারী, নারীডেস্ক, বিশপীয় ন্যায় শান্তি কমিশন

মহা রবিবারে খ্রিস্ট পুনরুত্থিত

যিশু বাউল

মানব মুক্তিদাতা খ্রিস্ট যিশু
মৃত্যুকে জয় করে, তমসাকে নাশ করে
উত্থিত হলেন 'মহারবিবারে'
বিজয় উল্লাসে
ধরনীমাতা উত্থোলিত পুনরুত্থিত খ্রিস্টের
জয়গানে।

বলির মেষরূপে জগতের পাপ-বন্ধন
বিনাশ করে, আলোর পথ সন্ধানে
দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার ও সারথি বেয়ে
পৌছলেন ক্রুশ কাষ্ঠের যাত্রণাময়
মৃত্যুর দুয়ারে।

ক্ষমার মহীয়ান বাণীর ঘোষণা দিলেন
'পিতা এদের ক্ষমা কর': খ্রিস্টীয় জীবনের
পূর্ণতা দানে
জগতকে আলোকিত প্রভাত
উপহার দিতে
'মহারবিবারে' মৃত্যুকে জয় করার বিজয়
নিশান উড়িয়ে।

জগতকে ভালোবেসে পিতা
প্রেরণ করে পুত্রকে
পাপ-তমসা, মন্দতা-পরশ্রীকাতরতা,
হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে
ক্ষমার ও ভ্রাতৃপ্রেমের মহা ডাকে শান্তি
নীড় গড়ার লক্ষ্যে
পুত্র সহিলেন দুঃখ-যন্ত্রণা, মানবীয় সকল
ব্যথা-বেদনা।

নীরবে গ্রহণ করলেন সকল
তিরস্কার অবমাননা
শান্তি, ভালোবাসা প্রতিষ্ঠায়
নিজেকে রিক্ত করলেন
শত বর্ষের শত সহস্র
পাপের বন্ধন ছিন্ন করে
আলোর প্রহরীর বেশে খ্রিস্ট যিশু উত্থিত
মানবের মাঝে।

দিক-বিদিক আলোকিত করে,
বিশ্বাসের জয়গানে
মানব সভ্যতার দুয়ারে আল্লেলুইয়ার
মহাসংকীর্তনে
নতুন দিনের যাত্রা পথে:
পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে
মনে প্রাণে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আর আনন্দের
দোলা দিয়ে
খ্রিস্ট পুনরুত্থিত 'মহারবিবারের'
মহাসংকীর্তনে॥